CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-62 ■ 7 December, 2024 ■ আগরতলা ৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যে আম্বেদকরকে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। *যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ রাজ্যে দেশের সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ৬৯তম তিরোধান দিবস পালন করা হয়। সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ড. আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, অধিকর্তা জয়ন্ত দে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা তপন কুমার দাস প্রমুখ। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিল্পীগণ ড. আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন।*

অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ড. আম্বেদকর ছিলেন দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও সংবিধানের রূপকার। ড. আম্বেদকর এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। যেখানে থাকবে না জাতপাত ব্যবস্থা, বর্ণভেদ প্রথা, থাকবে ন্যায় ও সাম্যের অধিকার। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, ড. আম্বেদকরের জীবন আমাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। তিনি শুধু দেশের অস্পৃশ্য ও পিছিয়ে পড়াদের জন্য নয়, সকলের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। ড. আম্বেদকর এক বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ড. আম্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করেই এগিয়ে চলেছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। অনুষ্ঠানে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সংগীত।

এদিকে, আজ যথাযোগ্য মর্য্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ৬৯ তম ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস সহ অন্যান্য প্রদেশ নেতৃত্বগণ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের উদ্বোধন

উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতের অষ্টলক্ষ্মী ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ।। আজ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্টজনদের স্বাগত জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, আজ বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস। তিনি বলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকরের রচনা করা সংবিধান, যার ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে, তা দেশবাসীর কাছে এক মহান অনুপ্রেরণা। শ্রী মোদী ভারতের সকল নাগরিকদের পক্ষ থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানান।

গত দু"বছরে জি-২০ বৈঠকের সফল আয়োজন সহ বহু জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সাক্ষী ভারত মণ্ডপম হয়ে এসেছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠান আরও বিশেষত্ব বহন করছে। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান সমগ্র দিল্লিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রংমালায় উজ্জ্বল করে তুলেছে। আগামী তিন দিন ধরে প্রথম অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব উদযাপিত হবে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই অনুষ্ঠানটি দেশ তথা বিশ্বের কাছে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের সম্ভাবনাকে তুলে ধরবে। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠানে বহু ব্যবসায়িক চুক্তি হবে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন পণ্যের পাশাপাশি এই অঞ্চলের সংস্কৃতি, রন্ধনপ্রণালী এবং অন্যান্য আকর্ষণ তুলে ধরা হবে। তিনি আরও বলেন, পদ্ম পুরস্কার প্রাপকসহ বিশিষ্টজনের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে। এই দিনটি অন্যতম এবং এই ধরনের আয়োজন প্রথম বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, এই অনুষ্ঠান উত্তর-পূর্ব ভারতে বিপুল বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধার দ্বার উন্মুক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত ভারত উন্নয়নের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে পশ্চিমা অঞ্চলের ভূমিকাকেই লক্ষ্য করেছে। শ্রী মোদী বলেন, পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক সময়ের পর এই একুশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

পঞ্চায়েতে ৭টি জাতীয় পুরস্কার রাজ্যের ঝুলিতে

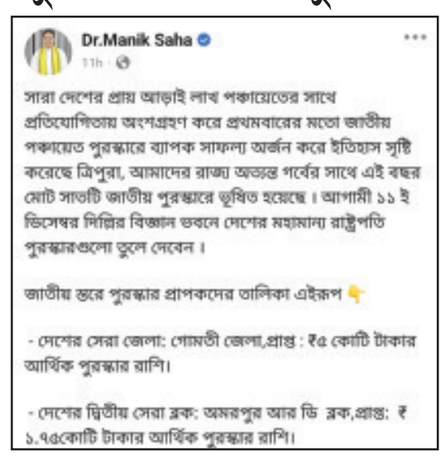

Dr.Manik Saha
11h ·

সারা দেশের প্রায় আড়াই লাখ পঞ্চায়েতের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথমবারের মতো জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ত্রিপুরা, আমাদের রাজ্য অত্যন্ত গর্বের সাথে এই বছর মোট সাতটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আগামী ১১ ই ডিসেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারগুলো তুলে দেবেন।

জাতীয় স্তরে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা এইরূপ 👇

- দেশের সেরা জেলা: গোমতী জেলা,প্রাপ্ত : ₹৫ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার রাশি।

- দেশের দ্বিতীয় সেরা ব্লক: অমরপুর আর ডি ব্লক,প্রাপ্ত: ₹ ১.৭৫কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার রাশি।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরা। মোট সাতটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আগামী ১১ ডিসেম্বর দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারগুলি তুলে দেবেন। আজ সামাজিক মাধ্যমে এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা দেশের প্রায় আড়াই লাখ পঞ্চায়েতের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথমবারের মতো জাতীয় পঞ্চায়েত পুরস্কারে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ত্রিপুরা। আমাদের রাজ্য অত্যন্ত গর্বের সাথে এই বছর মোট সাতটি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আগামী ১১ ডিসেম্বর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারগুলো তুলে দেবেন।

গোমতী জেলা দেশের মধ্যে সেরা জেলা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এই সম্মান অর্জনের জন্য গোমতী জেলা পাবে ৫ কোটি টাকার পুরস্কার। পরিকল্পিত উন্নয়ন, দারিদ্রদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক পরিকাঠামো উন্নত করার ক্ষেত্রে গোমতী জেলা অন্যদের ছাপিয়ে গেছে।অমরপুর আরডি ব্লক জাতীয় স্তরে দ্বিতীয় সেরা ব্লকের শিরোপা অর্জন করেছে। ব্লকের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, গ্রামীণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণে তাদের দক্ষতা এই সাফল্য অর্জনে সহায়ক হয়েছে। পুরস্কার মূল্য হিসেবে তারা পাবে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।মহিলা ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে রূপাইঘড়ি ব্লকের মনুবনকুল ভিলেজ কমিটি দেশের সেরা মহিলা বান্ধব পঞ্চায়েত হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। নারীদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এ জন্য তারা পাবে ১ কোটি টাকার পুরস্কার। গ্রামের বিদ্যুৎ ও শক্তি ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে অমরপুর আরডি ব্লকের থাকছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। তারা সারা দেশের মধ্যে গ্রাম উর্য্যা ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে এবং পাবে ৭৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার। কুমারঘাট ব্লকের বেতছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত দারিদ্র্য দূরীকরণে অসাধারণ অবদান রেখেছে। তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প এবং সমবায়ভিত্তিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার এমএসপি উৎপাদন খরচের ৫০ শতাংশের উপর নির্ধারণ করবে ঃ শিবরাজ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ।। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান রাজ্যসভায় বলেছেন, কংগ্রেস দল এর আগে কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) দিতে অস্বীকার করেছিল। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গত এক দশকে ধারাবাহিকভাবে কৃষকদের ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করেছে। কৃষকদের কল্যাণে সরকারের যে সিদ্ধান্ত রয়েছে তা উল্লেখ করে শ্রী চৌহান আশ্বাস দেন, কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল ক্রয় অব্যাহত রাখবে। শ্রী চৌহান বলেন, সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) হিসেবে উৎপাদন খরচের ৫০ এর অধিক মূল্যই কেবল নির্ধারণ করবে না, কৃষকদের কাছ থেকে পণ্যও সংগ্রহ করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার কৃষকদের ফসলের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি উল্লেখ করেন, ২০১৫ সালে মন্ত্রকের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক করা হয়, যা কৃষকদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার দিকে একটি উল্লেখযোগ্য দিক নির্দেশ করে যা বিগত দিনগুলিতে দেখা যায়নি। রাজ্যসভার সভাপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাঁই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৬ ডিসেম্বর।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় এক ব্যক্তির বসতঘর। বৃহস্পতিবার রাতে এই ধ্বংসাত্মক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কুমারঘাট ব্লকের পাশে।ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নাম দুলাল সরকার। বৃহস্পতিবার রাতে কুমারঘাট ব্লক চত্বরের নিবাসী দুলাল সরকারের বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায় বসত ঘরটি। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীর কর্মী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, বসত ঘরটি সম্পূর্ণরূপে ঝলসে যায়। জানা গেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার জন্য দুটি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটির (সিসিইএ) বৈঠকে সারা দেশে সিভিল/ডিফেন্স সেক্টরের অধীনে ৮৫টি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় (কেভি) খোলার এবং কর্ণাটকের শিবমোগার বর্তমান কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের অনুমোদনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরার জন্য রয়েছে দুটি নতুন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। এদুটি গড়ে উঠবে গোমতী জেলার উদয়পুর ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। শিবমোগায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সমস্ত ক্লাসে দুটি করে অতিরিক্ত শাখা যোগ করা হবে। এই প্রকল্পটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রকল্প (সেন্ট্রাল সেক্টর স্কিম)-এর আওতায় বাস্তবায়িত হবে।

এই ৮৫টি নতুন কেভি এবং ১টি বিদ্যমান কেভির সম্প্রসারণের জন্য মোট আনুমানিক প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ ৫৮৭২.০৮ কোটি টাকা (প্রায়), যা ২০২৫-২৬ থেকে আট বছরের মধ্যে ব্যয় হবে। এর মধ্যে মূলধনী ব্যয় হবে ২৮৬২.৭১ কোটি টাকা (প্রায়) এবং অপারেশনাল ব্যয় ৩০০৯.৩৭ কোটি টাকা (প্রায়)। বর্তমানে, ১২৫৬টি কার্যকরী কেভি রয়েছে, যার মধ্যে তিনটি বিদেশে রয়েছে মস্কো, কাঠমান্ডু এবং তেহরানে এবং এই কেভিগুলিতে মোট আনুমানিক ১৩.৫৬ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে, যা একটি পূর্ণাঙ্গ কেভি চালানোর জন্য সংগঠনের দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসবে, প্রতিটি কেভি'র ধারণক্ষমতা প্রায় ৯৬০ জন শিক্ষার্থী। সেই হিসেবে, ৯৬০ ৬৮৬ গু ৮২,৫৬০ জন শিক্ষার্থী এই সুবিধা পাবে। বর্তমানে প্রচলিত মানদণ্ড অনুযায়ী, একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে ৬৩ জনের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং, ৮৫টি নতুন কেভি এবং একটি বিদ্যমান কেভির সম্প্রসারণের অনুমোদনের ফলে, সম্প্রসারণে ৩৩টি নতুন পদ যুক্ত হলে, মোট ৫,৩৮৮টি স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষকদের প্রতি অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিজেপি সরকারের ঃ পবিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। কৃষকদের প্রতি অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিজেপি সরকারের। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই এরই প্রতিবাদে জানুয়ারি মাস থেকে ধারাবাহিক আন্দোলনে যাচ্ছে সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটা জানিয়েছেন রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে পবিত্র কর বলেন, ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষকরা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখনো পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে না। পাশাপাশি, এদিন তিনি উষ্মা প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নামলো পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে দক্ষিণ জেলার সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ ব্লক অন্তর্গত কলাছড়ার গারর্দাং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। আটকে পড়েন যান চালক ও যাত্রীরা। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ ও বিদ্যালয় পরির্দশক।

এদিন ছাত্রছাত্রীদের বলেন, কলাছড়া গারর্দাং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি বাংলা মিডিয়াম বিদ্যালয় হলেও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা জনজাতি অংশের। ওই বিদ্যালয়ে ইতিহাস বিষয় শিক্ষক রঞ্জিত দেববর্মা একজন জনজাতি। তাই তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একতাবদ্ধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা দেশ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল হাতিয়ার ঃ সান্ত্বনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। দেশের শান্তি, সম্প্রীতি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে হলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। একতাবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল হাতিয়ার। আজ মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬২তম গৃহরক্ষী এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। উপস্থিত সকলকে দুর্য্যোগ মোকাবিলা প্রস্তুতির শপথ বাক্য পাঠ করান। কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দুটি প্ল্যাটুন, গৃহরক্ষী বাহিনীর দুটি প্ল্যাটুন, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর একটি প্ল্যাটুন এবং অসামরিক সুরক্ষা বাহিনীর একটি প্ল্যাটুন সহ তিনটি ব্যান্ড দল অংশগ্রহণ করে। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্য সরকার যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ক্লাব, এনজিও সহ সাধারণ নাগরিকদেরও তাদের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরক্ষা বাহিনীর আইজিপি (ক্রাইম অ্যান্ড ইন্টিলিজেন্স) এল ডার্লং বলেন, গৃহরক্ষী বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন থানা সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওপার বাংলা থেকে যাত্রীশূণ্য বাস এলো আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। বাংলাদেশে অস্থিরতার জেরে আন্তর্জাতিক বাস পরিষেবায় দারুণভাবে প্রভাব পড়েছে। আজ বাংলাদেশ থেকে যাত্রী শূণ্য বাস আগরতলায় এসেছে। আগামীকাল আগরতলা থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য এখন পর্য্যন্ত ২০ জন টিকিট কেটেছেন। তাদের মধ্যে ১৪ জন ভারতীয় এবং ছয়জন বাংলাদেশী রয়েছেন।

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানে বর্তমানে ওই দেশে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে উষ্ণতা বেড়েছে।

বাংলাদেশের অর্নবতীকালীন সরকারের শাসনামলে প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুরা নির্য্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে।

অস্থিরতার জের

ফলে, ত্রিপুরা থেকে কলকাতার মধ্যবর্তী বাস পরিষেবায় কিছুটা ভাটা পড়ে ছে। আগামীকাল আগরতলা থেকে ঢাকা যাওয়া জন্য আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিসের শ্যামলী পরিবহনের বাসটিতে এখন পর্য্যন্ত মাত্র ২০ জন টিকিট কেটেছেন।

প্রসঙ্গত, আগরতলা থেকে বাংলাদেশ হয়ে কলকাতাগামী শ্যামলী পরিবহনের বাস মঙ্গলবার ও শনিবার অর্থাৎ সপ্তাহে দুই দিন যাতায়াত করে। গত সপ্তাহ থেকে যাত্রীদের সংখ্যা অনেকটা কম ছিল বলে জানান শ্যামলী পরিবহনের ম্যানেজার বিকাশ চক্রবর্তী ন

আজ শ্যামলী পরিবহনের ম্যানেজার বিকাশ চক্রবর্তী বলেন, আগামীকাল শ্যামলী পরিবহনের বাস আগরতলা থেকে বাংলাদেশ যাবে। কিন্তু বাসটিতে এখন পর্য্যন্ত মাত্র ২০ জন টিকিট কেটেছেন। এখন পর্য্যন্ত ২০ জন টিকিট কেটেছেন। তাদের মধ্যে ১৪ জন ভারতীয় এবং ছয়জন বাংলাদেশী রয়েছেন।

অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরার স্টল পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর।। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে যোগ দিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন, যা গোটা জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হিসেবে পরিণত হয়েছিল।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা ছাড়াও আসাম, মেঘালয় এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী, অরুণাচল প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড সরকারের মন্ত্রী সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের গৌরবকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য তাদের কাছ থেকে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাশা রাখেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যকে পাশে নিয়ে এদিন ত্রিপুরা স্টল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেখানে রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে বাঁশের তৈরি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলি চাক্ষুষ করেন তিনি।

এছাড়াও ডাঃ সাহা স্টলে থাকা রাজ্যের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ত্রিপুরা স্টল পরিদর্শন করেন।

যা জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের অবদানকে আরো তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছে।

CMYK

CMYK

জাগরণ
আগরতলা ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ ইং
২১ অগ্রহায়ণ, শনিবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গুপ্তচরবৃত্তি! সতর্ক নয়াদিল্লি

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটিবার আশঙ্কা ক্রমশ প্রবল হইতেছে। বাংলাদেশ রীতিমত গায়ে পরিয়া লাগিবার উপক্রম করিতে শুরু করিয়াছে। আগাম কোন ইঙ্গিত না দিয়া ভারত সীমান্তে নজরদারি ড্রোন নামাইয়াছে বাংলাদেশ। এই ড্রোনের মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি শুরু করিয়াছে তাহারা। এই ধরনের মানসিকতা যে কোনমতেই ভালো ইঙ্গিত বহন করিতেছে না তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ভারতের সঙ্গে রীতিমতো যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে বাংলাদেশ। যদিও ভারত এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ। তবে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কথা মাথায় রাখিয়া ভারত সরকারও সীমান্তে নজরদারি বাড়াইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। কেননা শত্রু অল্প হইলেও যেকোনো সময় ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে। হাসিনা বিদায়ের পর বন্ধুত্বের মুখোশ খসিয়া পড়িয়াছে বাংলাদেশের। চিরশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলানোর পর এবার ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির পথে হাঁটিল ইউনুসের সরকার! সেনার তরফে এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানানো না হইলেও ভারত সীমান্তে গুপ্তচর ড্রোন মোতায়েন করিয়াছে বাংলাদেশ। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসিবার পরই অ্যালার্ট মোডে চলিয়া গিয়েছে ভারত। কড়া সতর্কতা জারি করা হইয়াছে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। ভারতের গোপন তথ্য জোগাড় করিতে তুরস্কের থেকে গুপ্তচর ড্রোন কিনিয়াছে ইউনুস সরকার। যাহা মোতায়েন করা হইয়াছে সীমান্তে।পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এই ড্রোন মোতায়েন করিয়াছে বাংলাদেশের সেনা। বায়রাক্তার টিবি২ নামের এই ড্রোন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রতিবেশী দেশের সেনার গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ভারত সীমান্তে এই ড্রোন মোতায়েন প্রসঙ্গে বাংলাদেশের তরফে জানানো হইয়াছে দেশের নিরাপত্তার কারণেই এই পদক্ষেপ। তবে শুধু নজরদারি বা তথ্য সংগ্রহ নয়, শত্রু শিবিরে আত্মঘাতী হামলা চালাইতেও পারদর্শী এই ড্রোন। সীমান্তে ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই তৎপরতায় স্বাভাবিক অ্যালার্ট মোডে ভারতের সেনাবাহিনী। সীমান্তে নজরদারি ব্যাপকভাবে বাড়ানো হইয়াছে।শেখ হাসিনার বিদায়ের পর ভারত বিরোধিতা তো বটেই বাংলাদেশের মাটিতে সংখ্যালঘু নির্যাতন চরম আকার নিয়াছে। প্রতিবেশী দেশে মৌলবাদের দাপাদাপির পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়াছে ইউনুস সরকারের। জানা গিয়াছে, অতীতের নিষেধাজ্ঞা উড়াইয়া বাংলাদেশের বন্দরে ভিড়িয়াছে পণ্যবাহী জাহাজ। জাহাজে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র পাঠানো হইয়াছে। পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়া বাংলাদেশ যে ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত
হইতে শুরু করিয়াছে সে আভাস মিলিয়াছিল। এবার সীমান্তে ড্রোন মোতায়েনের ঘটনা নতুন করিয়া চিন্তা বাড়াইতেছে নয়াদিল্লির।বায়রাক্তার টিবি২ নামের অত্যাধুনিক এই ড্রোন ২০১৪ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিক্রি শুরু করিয়াছে তুরস্ক। এমনকি ইউক্রেন ও রাশিয়ার যুদ্ধে বিশেষভাবে নজরে পড়ে এই ড্রোন। এই ড্রোন ব্যবহার করিয়াই রাশিয়ার মস্কভা যুদ্ধজাহাজ, অস্ত্রের গুদাম, কয়েকটি কমান্ড সেন্টার এবং রাশিয়ান লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে হামলা করিয়াছে ইউক্রেন। অতীতে সিরিয়া ও লিবিয়া যুদ্ধেও এই ড্রোনের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। চলতি বছরেই তুরস্ক থেকে ১৬টি এই ড্রোন কিনিয়াছিল বাংলাদেশ, যাহার মধ্যে ৬টি মোতায়েন করা হইয়াছে ভারত সীমান্তে। ৭৬০০ মিটার উচ্চতায় উড়িতে পারে ড্রোনটি। ঘণ্টায় ২২০ কিলোমিটার গতিতে এর সর্বোচ্চ ৩০০ কিলোমিটার। ভারতীয় সেনাবাহিনীও পরিস্থিতি মোকাবেলায় সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রহিয়াছে।

আলিপুরদুয়ারে ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হল সিভিক ভলান্টিয়ারের

আলিপুরদুয়ার, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের সালসাবাদি এলাকায় জাতীয় সড়কে ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত্যু হল কর্তব্যরত এক ট্রাফিক সিভিক ভলান্টিয়ারের। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম বিশ্বজিৎ গোস্বামী। তিনি মাঝেরদাবাড়ীর বাসিন্দা ছিলেন।

সূত্রের খবর, শামুকতলা থানার অন্তর্গত সালশালাবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছিলেন বিশ্বজিৎ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ হরিয়ানা থেকে শিলিগুড়িগামী একটি ১৬ চাকার ট্রেলার বিশ্বজিৎকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়, বিশ্বজিৎ গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয় লোকজন দ্রুত বিশ্বজিৎকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করে চালক ও খালাসিকে আটক করে।

টিবি নির্মূল করতে শনিবার থেকে ১০০ দিনের অভিযান শুরু করবেন জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): যক্ষ্মা রোগ এবং তার জেরে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে। তার মোকাবিলায় এবার ১০০ দিনের অভিযান শুরু হচ্ছে। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা হরিয়ানার পঞ্চকুলায় যক্ষ্মা মোকাবিলায় ১০০ দিনের অভিযান শুরু করবেন। জানা গেছে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নয়াব সিং সাইনি এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরতি সিং রাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

জানা যাচ্ছে, এই উদ্যোগটি ৩৩টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৩৪৭টি জেলায় বাস্তবায়িত হবে। দ্রুত যক্ষ্মা শনাক্তকরণ, কম সময়ে রোগ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। শুক্রবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ঝাড়খণ্ডের হাতিয়া বাঁধ থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

রাঁচি,৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার সকালে রাঁচির নাগদী থানা এলাকায় হাতিয়া বাঁধ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম অতীশ কুমার। স্থানীয়রা বাঁধের পাশে মৃত দেহ দেখে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার ময়নাতদন্তের জন্য রিমসে পাঠানো হয়।পুলিশ আধিকারিক জানান ,মৃতের পরিবারের তরফ থেকে আগেই ধুরভা থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের ছিল।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাবাসাহেব আম্বেদকররের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

ভোপাল, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা ও ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব এই দিনে বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানান।

মোহন যাদব বলেন, ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধেয় ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন গণতন্ত্রের এক জীবন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আধুনিক ভারত নির্মাণে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর জীবন সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করা ও জনকল্যাণে নিবেদিত ছিল।

আলো দূষণ কী এবং এর প্রভাবে কী কী ক্ষতি হয়?

মরিয়ম সুলতানা

দূষণ বিষয়ক আলোচনা শুরু হলেই বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ সহ নানা ধরনের দূষণের নাম উঠে আসে। কিন্তু আলোও যে দূষণ ঘটাতে পারে, তা আমরা কতজন জানি? আপনি নিজেও কি জানতেন যে আলো দূষণ আসলে কী? আর এর কারণে মানুষের যে ক্ষতি হতে পারে, তা কি জানেন? হলে ঠিক কী ক্ষতি হয় এর ফলে? বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন নিজেও হয়তো জানতেন না যে, মাত্র ২০০ বছরেরও কম সময়ের ব্যবধানে তার আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতি এতটা সমস্যা তৈরি করবে মানুষের জন্য। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশ যদি এখন থেকেই ওইসব কারণের দিকে আলোকপাত করে আলোর দূষণ না কমায়, তবে একসময় তা বায়ুদূষণের মতো জটিল আর বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আলোর সঠিক মাত্রা কত? আলো দূষণ, ইংরেজিতে একে বলা হয় লাইট পলিউশন। মানুষ এবং প্রাণীজগতের সকল সদস্যের দিনের কর্মযজ্ঞের যে চক্র তাতে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় শরীরের আলো থেকে দূরে বিশ্রাম দরকার। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় এবং বেশি সময় ধরে জ্বলে থাকা আলো অস্বস্তি আর বিরক্তির পাশাপাশি অন্য সমস্যাও তৈরি করে।

সহজভাবে বলতে গেলে, কোথাও যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রার আলো থাকে, বা কোথাও যদি অপ্রয়োজনীয় আলো থাকে, তাহলে সেটিকেই আলো দূষণ বলে ব্যাখ্যা করেন বিশষজ্ঞরা।

এই দূষণের জন্য মূলত কৃত্রিম আলো দায়ী। যত্রতত্র নিয়ম না মেনে সড়ক বাতি স্থাপন, ভবনের ভেতরে ও বাইরের অতিরিক্ত আলোকসজ্জা, সড়কে ছোট-বড় নানা আকারের বিলবোর্ড বসিয়ে তাতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন সহ নানা কারণে আলো দূষণ হচ্ছে।

তবে ঠিক কত মাত্রার আলো হলে তা দূষণের পর্যায়ে পড়বে না, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও মানদণ্ড নেই। কারণ, কোনও স্থানে কতটুকু আলো প্রয়োজন, তা অনেক ধরনের নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে। যেমন- স্থানের ধরণ, আয়তন, গুরুত্ব ইত্যাদি।

তবে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি)-তে ভবনে কী ধরনের আলো ব্যবহার করা উচিৎ, তা নিয়ে কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে। অ্যাডেক্স লাইটিং সিস্টেম লিমিটেড নামক কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারানা আলী বলেন, আলোর ক্ষেত্রে ঘরে কী ধরনের আসবাবপত্র আছে, ঘরটি কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তা আয়তন বা ভবনটি কী দিয়ে তৈরি ইত্যাদি দেখতে হয়।

ধরা যাক, কোন অফিসের আয়তন ১০০ বর্গ ফুট, সেক্ষেত্রে সেখানের অভ্যন্তরীণ আলোর মাত্রা আনুমানিক ৭৪ থেকে ২১০ ওয়াটের মাঝে থাকতে হবে।

আবার ভবনের বাইরের আলোর ক্ষেত্রে এটি হওয়া উচিৎ ৪৯ থেকে ৯১ ওয়াটের মাঝে।

"তবে এর কোনোটাই সুনির্দিষ্ট না" বলে জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের কভেন্টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করা মিজ আলী। কৃত্রিম আলোর শহর ঢাকা সর্বশেষ ২০১৬ সালে করা 'ওয়ার্ল অ্যাটলাস অব আর্টিফিশিয়াল নাইট স্কাই ব্রাইটনেস' নামে এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের ৮০ শতাংশ মানুষ আকাশ জুড়ে থাকা কৃত্রিম আলোর নীচে বসবাস করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ৯৯ শতাংশ মানুষ ওই আলোর জন্য রাতের প্রকৃত চিত্র প্রায় দেখতেই পায় না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আলো দূষণের ভয়াবহতা কতটা, সে সম্বন্ধে সাম্প্রতিক সময়ে করা বিশদ কোনও গবেষণা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে ২০০৩ থেকে ২০১৩ সাল, এই ১০ বছরের তথ্য নিয়ে করা 'নেক্সাস বিটুইন লাইট পলিউশন এ্যান্ড এয়ার টেম্পারেচার: আ স্টাডি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা গেছে, আলো দূষণ বাড়ছে বাংলাদেশে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুল ইসলামের করা সেই গবেষণায় বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশের মাত্র সাত দশমিক এক শতাংশ এলাকায় আলো দূষণ হত। কিন্তু এক দশক পরে আলো দূষণ বেড়ে হয়েছে ২৫ দশমিক চার শতাংশ।

সেখানে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে শহর এলাকাগুলোতে আলো দূষণ লক্ষ্য করা যেত। কিন্তু ২০১৩ সালে সেই দূষণ শহরতলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। গবেষণা অনুযায়ী, আলো দূষণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। ঢাকার পরেই আছে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, যশোর, রংপুরের নাম। আলো দূষণের অন্যতম উৎস বিলবোর্ড? ঢাকা সহ সারাদেশের যে আলো দূষণের পেছনে সড়কবাতির পাশাপাশি বিলবোর্ডের প্রত্যক্ষ ভূমিকা আছে বলে মনে করেন বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞরা। ওইসব বিলবোর্ড ও সড়কবাতির কারণে প্রচুর সড়ক দুর্ঘটনাও হয় বলে মনে করেন তারা। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলেন, "ডেস্ট্রাক্টিভ ড্রাইভিংয়ের অন্যতম কম্পোনেন্ট শহরের যত্রতত্র জুড়ে থাকা বিলবোর্ড। বিলবোর্ডের আলো ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয় এবং তাতে বিজ্ঞাপন চলে। এতে ড্রাইভারদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে।"

"আমাদের বিলবোর্ডগুলোতে এত উচ্চ মানের কেলভিনযুক্ত আলো থাকে যে দিনের বেলায়ও বিলবোর্ডগুলি স্পষ্ট দেখা যায় এবং রাতে তা আরও প্রকট হয়ে চোখে অস্বস্তি তৈরি করে। এগুলা দুর্ঘটনার জন্যও দায়ী," বলেন নগর পরিকল্পনাবিদ ইকবাল হাবিব।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুল ইসলামের বক্তব্যও একই। তিনি বলেন, উন্নত যে কোনও দেশে বিলবোর্ডের জন্যও একটা স্ট্যান্ডার্ড লুমেন থাকে, সেই অনুযায়ী তাদেরকে এসব স্থাপন করতে হয়।

"কিন্তু আমাদের দেশে তো কোনও নিয়ম নেই, আলো দূষণ বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। সড়কবাতি বা বিলবোর্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনও কোনও নির্দেশনা নেই।"

তিনি বলেন, বাইরের যে লাইট, তা তো আকাশের দিকেও যায়, সড়কের দিকেও আসে, সেগুলো কীভাবে বসাতে হবে, বিলবোর্ড কেমন হবে, তা নিয়ে কোনও স্ট্যান্ডার্ড ফিক্স করা নাই।

"আপনি যদি কোনও বিলবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ান, আপনি দেখবেন যে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। এমনকি রিকশা করে কোনও বিলবোর্ড ক্রস করলেও আপনার ঠিক এমনই অনুভূত হবে," তিনি যোগ করেন। মানবদেহে অতিরিক্ত আলোর প্রভাব অতিরিক্ত আলো মানুষের শরীরে কী ধরনের প্রভাব ফেলে জানতে চাইলে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. লেলিন চৌধুরী বলেন, লাইট পলিউশন নিয়ে আমাদের দেশে কোনও কথা হয় না। কিন্তু এটা যে কি পরিমাণ স্বাস্থ্যহানি ঘটায়, আমাদের ধারণ নাই।

তিনি বলেন, "মানুষের দেহে একটা জৈব ঘড়ি আছে, যা সূর্য্য ওঠা এবং ডোবার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু এই অনাহূত আলোর জন্য ঘড়ির কাজে ব্যাঘাত ঘটে।"

আর মস্তিষ্ক যখন দিন-রাতের পার্থক্য বুঝতে পারে না, তখন নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিও দেখা দেয়। যেমন: "অতিরিক্ত আলোতে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, প্রেশার বেড়ে যায়, ডায়াবেটিস সহ নানা সমস্যা হয়।" কিন্তু চলাফেরা ও নিরাপত্তার জন্য রাস্তাঘাটে আলো থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তবে তার প্রভাব কোনোভাবে বসতবাড়িতে পড়তে পারবে না। বসবাসের জায়গায় উজ্জ্বল আলো দেয়া যাবে না, তাতে মানুষের ঘুমের সমস্যা হয়। হাসপাতাল এরিয়াতে দেয়া যাবে না, তাতে রোগীদের অসুবিধা না হয়। উজ্জ্বল আলো লাইব্রেরিতেও থাকতে পারবে না। সেজন্যই লাইব্রেরিতে সাধারণত উজ্জ্বল আলো থাকে না। লাইব্রেরির বাতিগুলো এমনভাবে দেওয়া হয়, যা শুধু বইয়ের পাতার ওপরই পড়ে। "অতি আলো চোখে পড়লে মানুষ বিরক্ত হয়। সেজন্যই শাস্তি দেয়ার জন্য আসামীকে আলোর মাঝে রাখা হয়, কারণ এটা মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক," ডা. চৌধুরী যোগ করেন। আলোতে পাখি সহ বাকীদেরও কষ্ট অনেকেই আছেন, যারা লাইট জ্বেলে ঘুমাতে পারেন না। যদি আলোতে ঘুমাতেও হয়, তাহলে তারা স্লিপিং মাস্ক বা চোখে কোনও কাপড়ের আবরণ দিয়ে ঘুমান। এখন, মানুষের না হয় চোখে আবরণ দেওয়ার উপায় আছে। কিন্তু অন্য প্রাণীদের কি আছে? উত্তর না, নাই।

শহরাঞ্চলে গাছপালা কমে যাওয়ায় এমনিতেই পাখিদের আবাসস্থলের পরিমাণ কমছে। এর মাঝে এই বিভিন্ন ধরনের আলোর কারণে তাদের জীবনচক্র ব্যাহত হচ্ছে।

পিপল ফর এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার বা প নামক এক প্রাণী কল্যাণ সংগঠনের চেয়ারম্যান রাকিবুল হক এমিল বলেন, "লাইটের জন্য পাখিদের জন্য রাত নামে না।"

তিনি মনে করেন যে ঢাকায় আগে যে সোডিয়াম লাইট ছিলো, "তা পাখিদের জন্য অনেক সুদিং ছিলো। কিন্তু এখনকার এলইডি লাইটগুলি ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক।" "আর লাইট থেকে বাঁচতে ওরা যে গাছের পাতায় আড়াল নিবে, গাছ কমে যাওয়ায় সেই উপায়ও নাই এখন, তাই ভবনের কোণায় কোণায় ওদেরকে আশ্রয় নিতে হয়।" অতিরিক্ত আলোতে শুধু পাখি না, বিভিন্ন পোকামাকড়ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময়ই কোন কোন বিলবোর্ডের নীচে তাকালে দেখা যায় যে বিভিন্নরকম পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। আলোকদূষণ রোধে করণীয় কী? আলো দূষণ থেকে বাঁচার জন্য এই মুহূর্তে 'লুমেন কন্টোল' করার বিকল্প নেই। অধ্যাপক সাইফুল ইসলামের ভাষ্য, "লুমেন কন্ট্রোল করার পাশাপাশি রাত ১০ টার পর অপ্রয়োজনীয় বাতি বন্ধ করতে হবে যাতে তা রাতের স্বাভাবিকতা ব্যাহত না করে।"

সেইসাথে, অবশ্যই সড়ক বাতির ওপর শেড দিতে হবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। নয়তো ঐ আলো আকাশের দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে প্রাণীদের বিভ্রান্ত করে।

কিন্তু বিলবোর্ডে যেহেতু শেড দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই, সেক্ষেত্রে এগুলো স্থাপনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হওয়া বলে মনে করেন তারা। তবে সবচেয়ে বেশি জোর দেন আইনের প্রয়োগের বিষয়টির ওপর। কারণ, জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮-তে আলো দূষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলা আছে যে "আলোকদূষণ রোধ করিতে হইবে।" পরিবেশ অধিদপ্তরের বক্তব্য নীতিমালায় উল্লেখ থাকলেও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালায় আলো দূষণ নিয়ে কোনও নির্দেশনা নেই। সেজন্য খুব শীঘ্রই বিধিমালা সংশোধন করা হবে বলে জানায় পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি বিবিসিকে বলেন, যত সময় যাচ্ছে, তত বেশি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে।

"পলিসিতে এটি বলা আছে, কিন্তু এর জন্য কোনও বিধিমালা করা হয় নি এখনও। আমায় তো একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করে দিতে হবে যে আপনি এর নীচে বা উপরে যাবেন না। আইন প্রয়োগ করতে হলে আগে আমায় মাপতে হবে যে বেজলাইনের উপরে আছে না কি নীচে আছে।" তিনি জানান, এ বছর অধিদপ্তর সেই বিধিমালা সংশোধন করবে। কিন্তু সংশোধন করতে "সময় লাগবে। কারণ অনেক পলিসি মেকার, এক্সপার্টদের সাথে কথা বলতে হবে।" এত বছরেও বিধিমালা না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, "এর মাঝে ২০২৩ সালে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা সংশোধন হয়েছে একবার। এগুলো লম্বা প্রক্রিয়া, করতে সময় লাগে। অনেক কনসাল্টেশন করতে হয়। তিনি জানান, এখন আমরা আবার আপডেটের কাজ শুরু করেছি, সেখানে অ্যাড্রেস করবো।

বিশ্ব ব্যাংকের পাঁচ বছরমেয়াদী একটি প্রকল্পের আওতায় এটি করা হবে। রাজশাহী শহরের ঝাড়বাতির মতো দেখতে সড়কবাতি নিয়ে পরিবেশবিদদের সমালোচনা দীর্ঘদিনের। কারণ ওই বাতিগুলোয় কোনও শেড নেই এবং বাতিগুলোর ঘনত্বও বেশি।

ওই ধরনের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

এ নিয়ে মি. আলি বলেন, "আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নেয় না তারা। কোনও প্রকল্পের জন্য পরিবেশের ছাড়পত্র নিচ্ছে, আলাদা করে লাইটের জন্য নেয় না।"

বাঁশের উপকারিতার কথা

সানজানা চৌধুরী

বাঁশ। বাংলাদেশে এই শব্দটাই বেশ সংবেদনশীল এবং নেতিবাচক উপমায় ব্যবহার হয়। তবে আপনি কি জানেন এই বাঁশ পরিবেশ রক্ষায় কতোটা ভূমিকা রাখছে? এর অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য উপকারিতা কতোটা?

টমাস আলভা এডিসন যে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করেছিলেন সেটার মধ্যেও কিন্তু বাঁশের ফিলামেন্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। জেনে নিন বাঁশের এমন নানা উপকারিতার কথা।

বাঁশ কোনো গাছ নয়

বাঁশ কোনো গাছ নয়। এটি মূলত এক ধরণের ঘাস এবং চির সবুজ বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ যা নাতিশীতোষ্ণ ও গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জন্মায়।

পৃথিবীতে ৩০০ প্রজাতির বাঁশ রয়েছে, তার মধ্যে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ৩৩ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষণ করেছে। এরমধ্যে রয়েছে মুলি, তল্লা, আইক্কা, ছড়িসহ নানা প্রজাতির বাঁশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাঁশের প্রজাতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে, প্রথম স্থানে আছে চিন। চিনের সভ্যতায় বাঁশকে শুভশক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। একারণে চিনা সংস্কৃতির সর্বত্র রয়েছে বাঁশের ব্যবহার। তারা মনে করে বাঁশ নেগেটিভ এনার্জিকে প্রতিহত করতে পারে।

খাদ্য-খাদ্য হিসেবেও বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে। পুষ্টি উপাদান ও মুখরোচক স্বাদের জন্য পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের কাছে খাবার বাঁশ কোড়ল নামে পরিচিত।

এর তৈরি স্যুপ, সালাদ, তরকারি বেশ জনপ্রিয়। সাধারণত বাঁশের অঙ্কুরোদগম হওয়ার পর চার থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত যে কচি বাঁশ হয় সেটাই রান্না করে খাওয়া যায়। আবার বাঁশ পাতা দুধ টাটকা রাখতে এবং চায়ের মধ্যে দিয়েও খাওয়া যায়। পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন, রান্না করা বাঁশে ফাইবার, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, পটাসিয়াম, ভিটামিন ই, আয়রন পাওয়া যায় যা শরীরকে চাঙ্গা রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করে।

খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে বাঁশ হার্টের জন্য ভালো। ফাইবার থাকায় এটি কোষ্ঠকাঠিন্যে উপশম দেয় এবং হজমশক্তি বাড়ায়। এটি খাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা লাগে না ফলে ওজন কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে বাঁশ কাঁচা বা বাসি অবস্থায় খাওয়া যাবে না কারণ এতে পেটে সমস্যা হতে পারে। বাঁশের কোড়ল সূর্যালোক থেকে দূরে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে। আবার বাঁশের পাতা উত্তম গোখাদ্য। প্রাকৃতিক এসি প্রকৃতি-পরিবেশ ও প্রাণ রক্ষায় বিশেষ করে, দুর্যোগ মোকাবেলা, পাহাড় ধস, ভূমি ক্ষয়, নদী ভাঙ্গন রোধসহ জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় বাঁশের ভূমিকা বলে শেষ করা যাবে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাম্বু অর্গানাইজেশনের তথ্যমতে, বাঁশ অন্যান্য গাছগাছালির চেয়ে বেশি অক্সিজেন উৎপাদন করে আর বেশি মাত্রায় কার্বন- ডাই- অক্সাইড গ্রহণ করে। ফলে বাতাস বিশুদ্ধ থাকে। বলা হয় বাঁশঝাড় আশেপাশের তাপমাত্রাকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত ঠান্ডা রাখতে সক্ষম। ফলে এটা অনেকটা প্রাকৃতিক এয়ার কন্ডিশনার হিসাবে কাজ করে। এছাড়া তীব্র রোদ থেকে লম্বা লম্বা বাঁশঝাড় ছায়াও দিয়ে রাখে। মাটি রক্ষা- বাঁশ গাছের শেকড় ছড়ানো থাকায় এটি মাটি ভাঙন রোধ করে, মাটির ঢালকে মজবুত করে, ফলে পাহাড় ধস ঠেকানো যায়, ভারী ধাতু শোষণ করে মাটির ক্ষয় রোধ করে, বিভিন্ন বন্যপ্রাণী আশ্রয় নিতে পারে। এক কথায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বাঁশের গুরুত্ব রয়েছে। নির্মাণ বাংলাদেশে বছরে শুকনো বাঁশের চাহিদা অন্তত ১০ লাখ টন। এরমধ্যে নির্মাণকাজে সবচেয়ে বেশি বাঁশের প্রয়োজন। চাহিদা থাকায় চাঁদপুর, সিলেট ও কুমিল্লাসহ বিভিন্ন জেলায় বাঁশের বাণিজ্যিক আবাদ হচ্ছে। বাংলাদেশের গ্রামে উন্নত বাড়িঘর নির্মাণে বাঁশ বেশ টেকসই উপাদান। বিশেষ করে কাঁচা বাড়ির ভিত দেয়াল ও ছাদ তৈরিতে বাঁশের পাটাতন ও ফ্রেম ব্যবহার হয়।

বাঁশের পাতায় ঘরের ছাউনি হয়। আবার পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দিয়েই তোলা হয় মাচার ঘর। গ্রামের লোকজন ছোট খাল পার হতে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে থাকেন। কারণ অল্প টাকায় এর চাইতে মজবুত ও টেকসই সেতু গড়া সম্ভব না। এছাড়া বেড়া তুলতে বা বন্যার সময় আশ্রয়ের জন্য মজবুত মাচা তুলতেও বাঁশ লাগে। দুর্যোগ থেকে রক্ষা ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকেও বসত-ঘরকে রক্ষা করে বাঁশ। এ কারণে গ্রামে বসতবাড়ির পাশে বাঁশঝাড় দেখা যায়। জাপানে প্রচুর বাঁশের ঘর দেখা যায়। কারণ এসব ঘর ভূমিকম্প সহনীয়। ভূমিকম্পের সময় বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেয়া সবচেয়ে নিরাপদ। বস্ত্র ও কাগজ শিল্পে ব্যবহার সুতা ও কাগজ তৈরিতে বাঁশের ব্যবহার অনেক আগে থেকে হচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বাঁশের তন্তু দিয়ে টুপি, স্কার্ফ, গ্লাভস, মোজা ও প্যান্ট তৈরি হচ্ছে। সেইসাথে বিভিন্ন ধরণের কাগজ, টয়লেট পেপার তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে বাঁশ। নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য নিত্য ব্যবহার্য বিভিন্ন পণ্য: আসবাবপত্র, বাদ্যযন্ত্র, রান্নাঘরের বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন কুলো, ডালা, ঝুড়ি, চাঁটাই, প্লেট, বাটি, চামচ, স্ট্র সেইসাথে কৃষি সরঞ্জাম, তোরণ, প্যান্ডেল তৈরি, ল্যাম্প, জামাকাপড়ের হ্যাঙ্গার, ল্যাপটপের কেসিং, ইত্যাদি নানা ধরণের পণ্য বানাতে বাঁশ দরকার হয়। বাঁশের তৈরি হস্তশিল্প পরিবেশবান্ধব, যা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। এগুলো সাধারণত দামে সস্তা হয় আবার রপ্তানি করে আয়ের সুযোগও থাকে। প্রসাধনী বাঁশের মধ্যে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গুণ থাকায় এটি এখন শ্যাম্পু, ক্রিমসহ নানা ধরণের প্রসাধনীসহ পোকামাকড় প্রতিরোধকের মতো পণ্য তৈরিতেও ব্যবহার হচ্ছে। যত্ন ছাড়াই উপকার এতো উপকারী এই উদ্ভিদের বিশেষ কোনো যত্নের প্রয়োজন হয় না। এটি যেকোনো পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। শুষ্ক মৌসুমে মাঝে মধ্যে জল দিলেই হয়। বাঁশ খুব দ্রুত বড় হয়। চারা রোপণের পর পাঁচ বছরেই পূর্ণাঙ্গ বাগানে পরিণত হয়। বাঁশ গাছ সাধারণত একত্রে গুচ্ছ হিসেবে জন্মায়। এক একটি গুচ্ছে ১০- ৮০ টি বাঁশ গাছ থাকতে পারে। এসব গুচ্ছকে বাঁশঝাড় বলে।

কিছু প্রজাতির বাঁশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩৬ ইঞ্চি বৃদ্ধি পায়। এর মানে প্রতি ৪০ মিনিটে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয়। তাই বাঁশ যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। নিয়মিত কেটে পরিষ্কার করতে হবে। দ্রুত বাড়ার কারণে বাঁশঝাড় বিক্রি করে ভালো উপার্জনের সুযোগ থাকে। অনেকে আবার বাড়ির ভেতরের বাতাস বিশুদ্ধ রাখতে বাঁশের চারা লাগিয়ে থাকেন। চাইলে এটি বাগানের মাটিতে রোপণ করা যেতে পারে বা একটি পাত্রে সাজানো যেতে পারে। কিছু প্রজাতির বাঁশ গাছ শুধু জলে রাখলেই হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উদ্ভাবনীমূলক ব্যবস্থা

মালিগাঁও, ০৬ ডিসেম্বর, ২০২৪: প্রথমবারের জন্য, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) পক্ষ থেকে পয়েন্ট ও ক্রসিঙের দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাইড্রা ক্রেন ও ব্যাক-হোয়ে লোডারের মতো রোড মেশিনারি ব্যবহারের এক উদ্ভাবনী পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পয়েন্ট ও ক্রসিং হলো রেলওয়ে নেটওয়ার্কের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা ট্রেনকে ট্র্যাক পরিবর্তন এবং অন্য দুটি ট্র্যাককে নিরাপদে অতিক্রম করার অনুমতি দেয়। ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে অবস্থিত পাণ্ডু মেশিন সাইডিঙে এই উদ্ভাবনী পদ্ধতির সফল পরীক্ষা চালানো হয়, যা রেলওয়ে ট্র্যাকের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সময় অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে এই জোনের যে প্রচেষ্টা তার এক উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়েতে ট্র্যাকের রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণত ট্র্যাকের মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়, যা ট্র্যাকের দক্ষ ও নিখুঁত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার দ্বারা রেলওয়ে সুরক্ষা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে ভারতীয় রেলওয়েতে ১৬৮৪টি ট্র্যাক মেশিন দিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং আরও ৩০১টি মেশিন সরবরাহ প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই মেশিনগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যালাস্ট ক্লিনিং মেশিন, টেম্পিং মেশিন, ডাইনামিক ট্র্যাক স্ট্যাবিলাইজার্স, মাক ডিসপোজাল ইউনিট এবং আরও অন্যান্য।

ভারতীয় রেলওয়ের ট্র্যাক মেশিনের বৃহৎ সরবরাহকারী প্লাজার ইন্ডিয়া ভারতীয় ও বিশ্ববাজারের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার লক্ষ্যে ২০১৯ সালে গুজরাটের কার্জানে একটি নতুন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর "মেক ইন ইন্ডিয়া" এবং "আত্মনির্ভর ভারত"-এর মতো অভিলাষী পদক্ষেপের সাথে সংগতি রেখে প্লাজার ইন্ডিয়া শুধমাত্র ঘরোয়া উৎপাদনে স্বদেশি উপাদান বৃদ্ধি করেনি, বরং তার পাশাপাশি ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশেও রপ্তানি শুরু করে। পয়েন্ট ও ক্রসিঙের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রোড মেশিনারির ব্যবহারের উদ্ভাবনী পদ্ধতিটি ট্র্যাক মেশিনের বল বৃদ্ধি হিসেবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নিখুঁত পরিকল্পনা ও লজিস্টিক প্রত্যাহ্বানগুলি অতিক্রম করার প্রতি মনোনিবেশ করে এই পদ্ধতিটি ব্যালাস্ট কুশন বৃদ্ধি ও ট্র্যাকের স্থিতিশীলতা উন্নত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ফল দিয়েছে। রোড মেশিনারির সহজ উপলব্ধতা এবং সহজগম্য নয় এমন স্থানগুলিতে সহজে নিয়োজন করার ক্ষমতার জন্য এই পদ্ধতিটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে থাকা প্রত্যন্ত ও দূর-দুরান্ত স্থানগুলিতে বিস্তৃত বৃহৎ সংখ্যক পয়েন্ট ও ক্রসিঙের দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ট্র্যাক মেশিনগুলিকে আরও বৃদ্ধি করতে পারে।

এই অগ্রণী প্রচেষ্টা ট্রেন পরিচালন ও পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে অত্যাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করার দিকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে প্রতিশ্রুতি তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছে, সাথে সমগ্র দেশজুড়ে রেলওয়ে জোনগুলির জন্য এক মাপকাঠি নির্ধারণ করেছে।

মরশুমের শীতলতম দিন শ্রীনগরে, ঠান্ডায় কাঁপছে শোপিয়ান ও গুলমার্গ

শ্রীনগর, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কনকনে শীতে কাঁপছে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা, আকাশ পরিষ্কার হতেই নামছে তাপমাত্রার পারদ। শ্রীনগর, গুলমার্গ-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানেই হিমাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ। তুলনামূলক ঠান্ডা জম্মুতেও। আর লেহ ও দ্রাস শীতে রীতিমতো কাঁপছে। শুক্রবার শ্রীনগরের তাপমাত্রা নেমেছে মাইনাস ৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, শোপিয়ানে মাইনাস মাইনস ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আপাতত বৃষ্টি ও তুষারপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই জম্মু ও কাশ্মীরে। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এরপর ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে ৯ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১০ থেকে ১৪ ডিসেম্বর এই সময়কালে আবারও শুষ্ক হয়ে উঠবে আবহাওয়া। এরপর আবার ১৫-১৬ ডিসেম্বর বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর

জয়পুর, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা ও ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানান এদিন। তিনি বলেন, ডঃ আম্বেদকর সমাজের শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের উন্নতির জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, বাবা সাহেবের শিক্ষা ও চিন্তাধারা আমাদেরকে আজও অনুপ্রাণিত করে। সমাজে সাম্য ও ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

কৃষকদের কল্যাণই ভারত সরকারের অঙ্গীকার শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): কৃষকদের কল্যাণই ভারত সরকারের অঙ্গীকার। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

এমএসপি নিয়ে শুক্রবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'এমএসপি দেওয়া হয় যখন একটি ফসল এমএসপি থেকে কম দামে বিক্রি হয়। আমি নিশ্চিত করতে চাই, কৃষকদের কল্যাণ আমাদের অঙ্গীকার। আমরা এমএসপি বাড়ানোর কাজ করেছি এবং এমএসপিতে ফসল কেনার কাজ করেছি।'

কনৌজে ডাবল ডেকার বাস ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ, মৃত্যু ৮ জনের

কনৌজ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কনৌজে লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ডাবল ডেকার বাস ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৮ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছেন আরও ১৯ জন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার একটি ডাবল ডেকার বাস ও জলের ট্যাঙ্কারের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার (এসপি) অমিত কুমার বলেছেন, 'শুক্রবার লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি বাস এবং একটি জলের ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ হয়েছে। বাসটি লখনউ থেকে দিল্লি যাচ্ছিল, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ৮ জন এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত ১৯ জনের চিকিৎসা চলছে সাইফাই মেডিকেল কলেজে।'

শিলিগুড়িতে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার—সহ গ্রেফতার তিন

শিলিগুড়ি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযান চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার—সহ তিনজনকে আটক করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)। ধৃতদের নাম আন্তো দাস, নূরে আলম মমিন ও সফিকুল ইসলাম। এর মধ্যে একজন শিলিগুড়ির এবং দুজন মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মালদার কালিয়াচক থেকে ব্রাউন সুগার পৌঁছে দিতে শিলিগুড়ি পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা সেতু সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছেছিল নূরে আলম মমিন ও সফিকুল ইসলাম। এই বিষয়টি আগেই জানতে পেরেছিল। এর পর প্রধান নগর থানার সহায়তায় এসওজি অভিযান চালায় এবং দুজনকেই গ্রেফতার করে। দুজনকে তল্লাশি করে ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্তরা জানিয়েছে, এক ব্যক্তির ব্রাউন সুগারের ডেলিভারি নিতে আসার কথা ছিল। বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগারের মূল্য লক্ষাধিক টাকা বলে জানা গেছে। তদন্ত শুরু করেছে প্রধান নগর থানার পুলিশ।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপালের

দেরাদুন, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা ও ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী। উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং রাজভবনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবিতে শ্রদ্ধা জানান এদিন। রাজ্যপাল বলেন দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।ভারতের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাবা সাহেবের শিক্ষা ও চিন্তাধারা আমাদেরকে আজও অনুপ্রাণিত করে। তাঁর দেখানো সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের পথ অনুসরণ করা আমাদের সকলের কর্তব্য।

সন্ধান চাই

Ref :- East Agartala PS GD Entry No 27 dated 01-12-2024

পাশের ছবিটি সানি কুমার, পিতা- রাজিব কুমার, সাং- রুদ্রাক্ষ চক্রবর্তী মেনশন রুম নাম্বার- ২-ডি, ধলেশ্বর রোড নাম্বার- ১৬-ডি পুরাতন জেলখানার পেছনে, থানা- পূর্ব আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-৩০ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রং-ফর্সা, পরনে- কালো রঙের গেঞ্জি, জ্যাকেট, নীল জিন্স প্যান্ট। গত ৩০/১১/২০২৪ ইং তারিখ আনুমানিক দুপুর ১ টা নাগাদ কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ী থেকে বের হয়ে যায় এবং আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল:

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সি.টি. কন্ট্রোল ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আগরতলা পূর্ব থানা ০৩৮১-২৩২-৫৭৭৪

ICA/D-1432/24

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

Short Notice Inviting Tender

Short Notice Inviting Tender in plain paper is hereby invited for "Procurement of Barcode (Size not less than 50x25 inches) for use in the AGMC & GBPH, Agartala". Subject to certain terms & conditions vide file No.F.6(1-3)- AGMC/ Purchase/General Items/2019

Last date of submission of offer to the Medical Superintendent & Head of Department, Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala on or before 4:00 pm of 18/12/2024 by Speed post/courier/registered post only. The Terms & conditions for the same may be collected free of cost from www.agmc.nic.in, A.G.M.C. Agartala prior to the last date of submission of the NIT.

ICA/9/2760/29

Sankar Chakraborti
Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C. & G.B.P. Hospital, Agartala.

ADVERTISEMENT FOR INVITATION OF APPLICATION FOR PREPARATION OF PANEL FOR APPOINTMENT OF PUBLIC PROSECUTORS and ADDITIONAL PUBLIC PROSECUTORS IN THE COURT OF LD. SESSIONS JUDGE AND LD. ADDITIONAL SESSIONS JUDGE, KHOWAI DISTRICT.

Applications are invited from eligible candidates for preparation of panel for appointment of Public Prosecutor (PP) and Additional Public Prosecutor (APP) in the Court of Ld. Sessions Judge and Additional Sessions Judge, Khowai District.

The particulars of the posts are as follows:

1. Total No. of posts:
(i) Public Prosecutors-01
(ii) Addl. Public Prosecutors-01
2. Qualification required: A candidate must have a Degree in Law of a recognized University and be enrolled as an advocate with Bar Council of Tripura.
3. Eligibility: A candidate must have practice on the criminal side as an Advocate for not less than 7 years.

Interested candidates may submit the application form and declaration along with related documents in the Judicial Section of the Office of the DM & Collector, Khowai District. during office hours (10 AM-5.30 PM) on or before 15th Dec.2024 on all working days.

Details of the format of application along with the notification are available in http://Khowai.nic.in and the notice board of the Office of District Magistrate & Collector, Khowai District.

ICA/D/1429/24

Yours faithfully,
District Magistrate & Collector Khowai District

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 26/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2024-25
Dated- 03-12-2024.

The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 10.00 A.M. on 10-12-2024 for the following work: -

Sl. NO	DNIeT. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DNIeT No: 112/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.24,26,975.47	Rs.48,540.00	90 Days	Up to 10:00 A.M. on 10-12-2024.	At 10:30 A.M. on 10-12-2024.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIeT No: 113/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.24,24,013.00	Rs.48,480.00	90 Days				
3	DNIeT No: 114/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs. 19,41,960.43	Rs.38,839.00	90 Days				
4	DNIeT No: 115/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.21,38,516.79	Rs.42,770.00	90 Days				
5	DNIeT No: 116/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.24,26,726.32	Rs.48,535.00	90 Days				
6	DNIeT No: 117/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.23,81,454.45	Rs.47,629.00	90 Days				
7	DNIeT No: 118/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.23,34,234.86	Rs.46,685.00	90 Days				
8	DNIeT No: 119/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs.17,71,808.42	Rs.35,436.00	90 Days				
9	DNIeT No: 25/DNIeT/EE/PWD/SBM/DIVN/2024-25.	Rs. 24,24,929.60	Rs.48,499.00	90 Days				

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.

Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending Lidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.

ICA/C/2757/24

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B) Sabroom, South Tripura.

PNIET No: 91/EE/CCD/PWD/2024-25, Dated, 05-12-2024

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Providing and fitting fixing six nos TV cabinet cum show case for keeping gift items at VVIP Suites and shelves etc. at office rooms in the premises of Rajbhavan, Agartala under Capital Complex Sub-Division-I, PWD, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 72/DNIT/EE/CCD/PWD/2024-25
Estimated Cost: 9,69,442.00 Earnest Money: 19,389.00 and Time for completion: 90 (ninety) days
Last date & time for online Bidding: 12-12-2024 upto 3:00 PM
ICA/c/2751/24

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

Notice Inviting Tender

Sealed tenders are invited from reputed & registered Agencies/Firms for Lighting and Installation of PA system, LED Projector along with Giant UHD LED Screen at the 52nd Rajya Stariya Bal Vaigyanik Pradarshani-2024-25 to be held at Agartala.

Interested Bidders can download the tender documents from the website of SCERT, Tripura i.e. www.scerttripura.org or may collect the hard copy of the tender document from the office of the Director, SCERT, and Tripura from 06.12.2024, 10.30 am.

Tender shall be received form 06.12.2024, 10:30 am. And last date for submission of tender is 13.12.2024 at 3.00 pm. The technical bids will be opened at 4 pm on 13.12.2024 in the account section, SCERT, Abhoynagar, Agartala, Tripura.

ICA/C/2749/24

(L.Darlong)
Director SCERT, Tripura

No.42/8BM/AMC/2024/7859-7264
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
Dated, Agartala the 05 December 2024

প্রজ্ঞাপন

বিষয়:- ত্রিপুর। মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৯৪ এর ধারা ২৪৪ (১) এর অধীনে বাধ্যতামুলক সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা।

ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট ১৯৯৪ ধারা ২৪৪(১) এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতার অনুসরণ এবং জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এতদ্বারা আদেশ করা হয়েছে যে।

১. সেপটিক ট্যাঙ্কের পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলকঃ

আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (AMC) এর এখতিয়ারের মধ্যে থাকা প্রতিটি বাড়ির মালিক বা দখলকারী, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, উপাসনালয়, স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য স্থাপনা তাদের সেপ্টিক ট্যাঙ্ক থেকে বর্জ্য পরিষ্কার করা বা অপসারণ নিশ্চিত করবে অন্তত (তিন) বছরে একবার।

২. নির্ধারিত শুল্ক ঃ-

নিচে দেওয়া 18/07/2013 তারিখের মেমোরেন্ডাম নংF.1(12)-CEO/AMC/2013/8662-77-এ নির্ধারিত। হার অনুযায়ী সেসপুল সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে।

ক্রমিক নং	এলাকা	শুল্কের হার
১	AMC- এলাকার অধীনে	প্রতি ট্রিপে 1,500/- টাকা
২	AMC এলাকার বাইরে	প্রতি ট্রিপে 1,500/- টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতি কিলোমিটার দূরত্ব প্রতি 55/- টাকা

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্বাস্থ্যবিধি প্রচার করা, পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ ও মানসম্মত করার মাধ্যমে AMC-এর এখতিয়ারের মধ্যে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা।

এই আদেশ পালন না করলে ত্রিপুরা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৯৪-এর বিধান অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।

অন লাইন বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন:- **https://amcservices.agartalasmartcityservices.in/amc/**

মিউনিসিপাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA

Notice Inviting e- tender

PNIe-T- No: 13/EE/DIV-I/AMC/2024-25 **Dated:- 03/12/2024**

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC Invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 27/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs. 55,88,855	Rs. 1,11,777	60(Sixty) Days
2	D.N.I.E.T No. 28/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs. 48,90,679	Rs. 97,814	90(Ninety) Days
3	D.N.I.E.T No. 29/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs. 6,95,971	Rs. 13,919	30(Thirty) days
4	D.N.I.E.T No. 30/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs. 5,86,341	Rs. 11,727	30(Thirty) days
5	D.N.I.E.T No. 31/EE/DIV-I/AMC/2024-25	Rs. 5,83,671	Rs. 11,673	30(Thirty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 13-12-2024 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 16-12-2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

কাজের সন্ধান

ম্যাজাগন শিপ-বিল্ডার্সে ২৩৪ চাকরি ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদন

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ম্যাজাগন ডক্ শিপ্-বিল্ডার্স-এ নন্-এক্সিকিউটিভ, ট্রেডসম্যানপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ম্যাজাগন ডক্‌শিপ্‌ বিল্ডার্স লিমিটেডে নন্-টেকনিক্যাল স্টাফ ও অপারেটিভস্ হিসেবে বিভিন্ন স্কিলড্ এবং সেমি-স্কিলড্ পদে ২৩৪ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন ম্যাজাগন ডক্ শিপ্ বিল্ডার্স লিমিটেডের এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ০১-১১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে 'ক্যারিয়ার' ট্যাব লিঙ্কে। ট্রেড অনুযায়ী শূন্যপদের বিভাজন এই রকম —

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ২৩৪টি। ক্রমিক নং (১) ঃ চিপার গ্রাইন্ডার ট্রেডে শূন্যপদ ৬টি। ক্রমিক নং (২) ঃ কম্পোজিট ওয়েল্ডার ট্রেডে শূন্যপদ ২৭টি। ক্রমিক নং (৩) ঃ ইলেকট্রিক ক্রেন অপারেটর ট্রেডে শূন্যপদ ৭টি। ক্রমিক নং (৪) ঃ ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে শূন্যপদ ২৪টি, ক্রমিক নং (৫) ঃ ইলেকট্রনিক মেকানিক ট্রেডে শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং (৬) ঃ ফিটার ট্রেডে শূন্যপদ ১৪টি। ক্রমিক নং (৭) ঃ গ্যাস কাটার ট্রেডে শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং (৮) ঃ জুনিয়র হিন্দি ট্রান্সলেটর, শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (৯) ঃ জুনিয়র ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ১০টি। ক্রমিক নং (১০) ঃ জুনিয়র ড্রাফটসম্যান (ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স), শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (১১) ঃ জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন্সপেক্টর (মেকানিক্যাল), শূন্যপদ ৭টি। ক্রমিক নং (১২) ঃ জুনিয়র কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন্সপেক্টর (ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স), শূন্যপদ ৩টি। ক্রমিক নং (১৩) ঃ মিলরাইট মেকানিক ট্রেডে শূন্যপদ ৬টি। ক্রমিক নং (১৪) ঃ মেশিনিস্ট ট্রেডে শূন্যপদ ৮টি। ক্রমিক নং (১৫) ঃ জুনিয়র প্ল্যানার এস্টিমেটর (মেকানিক্যাল) ট্রেডে শূন্যপদ ৫টি। ক্রমিক নং (১৬) ঃ জুনিয়র প্ল্যানার এস্টিমেটর (ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স) ট্রেডে শূন্যপদ ১টি। ক্রমিক নং (১৭) ঃ রিগার ট্রেডে শূন্যপদ ১৫টি। ক্রমিক নং (১৮) ঃ স্টোরকীপার/ স্টোরস্টাফ ট্রেডে শূন্যপদ ৮টি। ক্রমিক নং (১৯) ঃ স্ট্রাকচারাল ফেব্রিকেটর ট্রেডে শূন্যপদ ২৫টি। এভাবে ইউটিলিটি হ্যান্ড (স্কিলড্ এন্ড সেমি স্কিলড্), কার্পেন্টার, ফায়ার ফাইটার ইত্যাদি ট্রেডেও প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন ও সংরক্ষণ রয়েছে। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, ইডব্লিওএস, জেনারেল, শারীরিক প্রতিবন্ধী যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু। সঙ্গে নির্দিষ্ট ট্রেড অনুযায়ী পাশ সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। কিছু কিছু শূন্যপদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রি পাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-১১-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর ছাড় পাবেন। মূল মাইনে সহ চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। মূল মাইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষার দিনক্ষণ ও স্থান স্থির হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জবাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যান করে আপলোড, ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপি যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমাণ (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল এডুকেশন বিষয়ক পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২২৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১৭৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি - নেট (এনটিএ),**
শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে ২৮৪টি কেন্দ্রে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার (গেইল),**
শূন্যপদ ঃ ২৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এস.আই, কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল (আই.টি.বি.পি),**
শূন্যপদ ঃ ৫২৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র রেসিডেন্ট (এইমস),**
শূন্যপদ ঃ ১২৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল এডুকেশন বিষয়ক পিজি ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **স্পোর্টস পার্সন (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নন-এক্সিকিউটিভ (ডক-ইয়ার্ড, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ২৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৫ জানুয়ারি, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র ইনফরমেটিক্স অফিসার (ত্রিপুরা)**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর,
পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, কো-অর্ডিনেটর, ক্লার্ক ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ১০ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, এস.আই পদে বর্ডার পুলিশে প্রচুর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশে পুরুষ ও মহিলা কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ এবং ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, র‍্যালী ও ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ইন্ডো-তিব্বত বর্ডার পুলিশে বিশেষ করে টেলি-কমিউনিকেশনে কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হচ্ছে। মাধ্যমিকপাশ থেকে শুরু তরুণ-তরুণীদের থেকে এই নিয়োগ করা হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এই পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত রয়েছে। দরখাস্ত করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে। ডাকযোগে বা অফলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর কোনও পদ্ধতি নেই। ওপেন র‍্যালী কবে হবে বা কোথায় হবে, তা এখনও জানানো হয়নি। ত্রিপুরায় র‍্যালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যথায় কাছাকাছি শিলচর বা শিলংয়ে র‍্যালী হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আইটিবিপি বা ইন্ডো-তিব্বত বর্ডার পুলিশে বিশেষ করে টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগে কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরির দারুন সুযোগ রয়েছে। দরখাস্ত পাঠাতে হবে অনলাইনে, তবে ওপেন র‍্যালীর মাধ্যমে শারীরিকপরীক্ষার পরপ্রার্থীবাছাই করা হবে লিখিতপরীক্ষার মাধ্যমে। সীমান্তসুরক্ষায় অর্থাৎ আইটিবিপি-তে বিভিন্ন পদে এমনকি টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগে কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রেও এখন থেকে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইটিবিপি-তে সারা দেশ জুড়ে টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগে কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টরপদে পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আইটিবিপি-তে এখন ৫২৬টি শূন্যপদ পূরণের জন্য পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের এক নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিতে আহ্বান করা হয়েছে। আগে থেকে এর জন্য অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। আপাতত শূন্যপদের সংখ্যা দেশ জুড়ে ৫২৬টি হলেও পরবর্তি সময়ে তা বাড়তে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। প্রয়োজনে এঁদের ওয়েবসাইটে পদভিত্তিক শূন্যপদের বিভাজন বিস্তারিত দেখে নিতে পারেন।

শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (০১) ঃ পদের নাম - সাব-ইন্সপেক্টর (টেলি-কমিউনিকেশন) (পুরুষ) ঃ মোট শূন্যপদ ৭৮টি, এই ৭৮টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য ১২টি, এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ২১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৮টি পদ সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ৩১টি পদ অসংরক্ষিত। মহিলাদের জন্য শূন্যপদ ১৪টি। এই ১৪টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি এবং ওবিসি'র জন্য ৪টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ৬টি পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক অথবা বিসিএ, বিই, বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স ঃ ২০-২৫ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। মূল মাইনে - ৭ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৬ অনুযায়ী ৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে। ক্রমিক নং (০২) ঃ পদের নাম - হেড-কনস্টেবল (টেলি-কমিউনিকেশন) (পুরুষ) ঃ মোট শূন্যপদ ৩২৫টি, এই ৩২৫টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য ৫০টি, এসটি'র জন্য ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ৯০টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৩৬টি পদ সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ১২৩টি পদ অসংরক্ষিত। মহিলাদের জন্য শূন্যপদ ৫৮টি। এই ৫৮টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৫টি এবং ওবিসি'র জন্য ১৬টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৬টি পদ সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ২২টিপদ অসংরক্ষিত। শিক্ষগত যোগ্যতা - স্বীকৃতপর্ষদ থেকে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক অথবা মাধ্যমিকের পর ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। মূল মাইনে - ৭ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০-৮১,১০০ টাকা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে। ক্রমিক নং (০৩) ঃ পদের নাম - কনস্টেবল (টেলি-কমিউনিকেশন) (পুরুষ) ঃ মোট শূন্যপদ ৪৪টি, এই ৪৪টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য ৭টি, এসটি'র জন্য ২টি, ওবিসি'র জন্য ১১টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৫টি পদ সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ১৯টি পদ অসংরক্ষিত। মহিলাদের জন্য শূন্যপদ ৭টি। এই ৭টি শূন্যপদের মধ্যে এসসি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি এবং ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ১টি পদ সংরক্ষিত, অবশিষ্ট ৩টি পদ অসংরক্ষিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃতপর্ষদ থেকে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে। মূল মাইনে - ৭ম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পে ম্যাট্রিক্স লেভেল-৩ অনুযায়ী ২১,৭০০ - ৬৯,১০০ টাকা। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতাও রয়েছে।

বয়স ১৪-১২-২০২৪ তারিখের হিসেবে গণনা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত হলে বয়সের উর্ধ্বসীমায় নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে। শারীরিক মান ঃ সকল পদের ক্ষেত্রেই শারীরিকভাবে ফিট্ হতে হবে। যেমন উচ্চতা - ত্রিপুরার পুরুষপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৮ সেমি, ফুলিয়ে ৮৩ সেমি। শুধুমাত্র তফশিলি উপজাতিভুক্ত পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৬২.৫ সেমি। বুকের ছাতির মাপ না ফুলিয়ে ৭৬ সেমি, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। ত্রিপুরার মহিলাপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫৫ সেমি। শুধুমাত্র তফশিলি উপজাতিভুক্ত মহিলাপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা অন্তত ১৫০ সেমি। দেহের ওজন ঃ উচ্চতা এবং বয়স অনুযায়ী দেহের ওজন বিবেচিত হবে। ডাক্তারি মান ঃ দৃষ্টি শক্তি - চশমা ছাড়া দুই চোখের দূরের দৃষ্টি ৬/৬ এবং ৬/৯। বাঁকা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যাড়া চোখ হলে চলবে না। প্রার্থীদের উচ্চ বর্ণ নির্ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে। কোনও প্রকার বর্ণান্ধতাজনিত রোগ থাকতে পারবে না। ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে এবং কর্তব্য সম্পাদনে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এরূপ শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা বৈধ আবাসিকত্বর সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাসকারী প্রার্থীদেরকে বিবেচনা করা হবে। প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে পেশা সংক্রান্ত পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার এবং মেডিক্যাল ফিটনেস বিষয়ক পরীক্ষা নেওয়া হবে। মিলিটারি সার্ভিসের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায় আরও ৩ বছরের ছাড় রয়েছে। তবে, সেনাবাহিনীর সার্ভিসে এবং পুনর্নিয়োগের ব্যবধান ২৪ মাসের বেশি হতে পারবে না। মেডিক্যাল ক্যাটেগরি অবশ্যই 'এ' প্রকৃতির হবে হবে, যা সেনাকর্তৃপক্ষ দ্বারা ন্যূনতম 'ভালো' বলে প্রশংসিত হতে হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন অনলাইনে। তফশিলি প্রার্থীদের এই ফি দিতে হবে না। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানো, প্রিন্ট আউট বের করে রাখা, পরবর্তী সময়ে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করার যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি দেবেন অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে হোয়াটস্‌অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ দরখাস্তের ভিত্তিতে কল লেটার পাঠানো হবে। যথাসময়ে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে কল লেটার ডাউনলোডও করে নিতে পারবেন। এই কল লেটার নিয়ে নির্দিষ্ট তারিখে লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য ওপেন র‍্যালী কোথায় হবে কল লেটারে জানানো হবে। শারীরিক পরীক্ষায় সফল হলে ট্রেড পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে, লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ১০০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। প্রশ্ন থাকবে মাল্টিপল চয়েস প্যাটার্ণের। প্রশ্নপত্রের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

ইন্টারভিউ ঃ যে সকল প্রার্থী উপরোক্ত লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন এবং ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে মেধা তালিকায় স্থান অর্জন করতে পারবেন, তাদেরকে পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ পিএসটি ও ট্রেডস টেস্টের জন্য ডাকা হবে। প্রয়োজনে দপ্তর আগে পিএসটি'র জন্য ডেকে সফল হলে পরে লিখিত পরীক্ষার জন্যও ডাকতে পারে।

ডাক্তারি পরীক্ষা ঃ লিখিত পরীক্ষা, পিএসটি এবং ট্রেড ও লিখিত পরীক্ষায় যোগ্যতা অর্জনের পর মেধা তালিকায় স্থান দখলকারী প্রার্থীদেরকে শূন্যপদের সংখ্যার ভিত্তিতে ফোর্সের নিয়োগনীতি মোতাবেক ডাক্তারি পরীক্ষায় ডাকা হবে। চূড়ান্ত নির্বাচন ঃ প্রতিটি ক্যাটেগরিতে মেধা তালিকা অনুযায়ী প্রার্থীদের চূড়ান্ত নির্বাচন করা হবে। প্রার্থীদের নিজ খরচায় এবং দায়িত্বে প্রতিটি টেস্ট বা পরীক্ষায় উপস্থিত থাকতে হবে। কোনও প্রকার টিএ/ডিএ দেওয়া হবে না। নির্বাচন পরীক্ষা চলাকালীন যে-কোনও ধরনের দুর্ঘটনার জন্য দপ্তর দায়ী থাকবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল এডুকেশন বিষয়ক পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৭৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* এনটিএ-র মাধ্যমে **ইউজিসি - নেট** পরীক্ষার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে ২৮৪টি কেন্দ্রে। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* গেইল-এ **ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের বহিঃরাজ্যে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* স্টেট ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আইটিবিপি-তে **এস.আই, কনস্টেবল, হেড-কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫২৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * এইমস-এ **সিনিয়র রেসিডেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল এডুকেশন বিষয়ক পিজি ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২১-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **স্পোর্টস পার্সন** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে ডক-ইয়ার্ডে **নন-এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৫ জানুয়ারি, কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট দপ্তরে **সিনিয়র ইনফরমেটিক্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর, পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে **এমটিএস, কো-অর্ডিনেটর, ক্লার্ক ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ১০ম মান পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরে এস.আই.ও নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরে সিনিয়র ইনফরমেটিক্স অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরে সিনিয়র ইনফরমেটিক্স অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১১/২০২৪। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ৪০০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫০ টাকা।

বহিঃরাজ্যে বসবাসকারী ইচ্ছুক প্রার্থীরাও নির্ধারিত পরীক্ষার ফি প্রদান করবেন নেট ব্যাঙ্কিং অথবা প্রাসঙ্গিক যে-কোনও উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা দরখাস্তের বয়ান, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূণ্যপদগুলো হল —

আইটেম নং - ০১ ঃ পদের নাম - সিনিয়র ইনফরমেটিক্স অফিসার ঃ শূন্যপদ ১২টি। এর মধ্যে ৬টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ২টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৪টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) ৪টি পদের মধ্যে ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অসংরক্ষিত ৬টি পদের মধ্যেও ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-এ, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের শিল্প ও বানিজ্য (ইনফরমেশন টেকনোলজি) এর অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি বিষয় নিয়ে বিই, বিটেক পাশ হতে হবে। এছাড়া, এমসিএ-তে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। ডিগ্রি পাশের পর অন্তত পক্ষে ২ বছর ধরে সফটওয়ার ডেভেলপমেন্ট, নেটওয়ার্ক বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। পিআরটিসি থাকতে হবে। এছাড়াও, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। বেতনক্রম ঃ পে ব্যান্ড-অনুযায়ী হবে, তবে সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা। অর্থাৎ ত্রিপুরা স্টেট পে ম্যাট্রিক্স ২০১৮ অনুসারে, পে লেভেল ১৪ অনুযায়ী।

বয়স ঃ ১৭-১২-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। এছাড়া, এস সি/ এস টি / শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীরা বয়সের উর্ধ্বসীমায় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ১৭০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং পরে ৩০ নম্বরের ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার ভিত্তিতে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ইন্টারভিউ/ পার্সোনালিটি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হবেন। সামগ্রিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। ১৭০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে দুইটি পেপার। পেপার ওয়ান-এ ৫০টি প্রশ্ন, পেপার টু-তে ১২০টি প্রশ্ন। এমসিকিউ প্যাটার্ণ প্রশ্ন। সিলেবাস সংক্রান্ত বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতেও তা জেনে নিতে পারেন। লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে অথবা অনলাইনে এদেঁর ওয়েবসাইটে, ইমেলে বা কল লেটারে জানানো হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন যথারীতি নিয়ম মেনে।

শুক্রবার আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নবজাগরণ

বিচ্ছিন্নতা থেকে সংহতকরণে, অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব ২০২৪: উত্তর-পূর্বের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উদযাপন

জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া
উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও যোগাযোগ মন্ত্রী

অন্য যে কোনও গ্রামে যেমন সন্ধ্যা আসে বিশ্রাম নেবার জন্য, এর থেকে ব্যতিক্রম নাগাল্যান্ডের ওল্ড তেসেন গ্রাম। এই গ্রামের বেশিরভাগ বাসিন্দাদের জন্য, এই সময়টি তাদের কাছে খামারের পণ্যসামগ্রী যাচাই করার সময়, সন্ধ্যার সময় তাদের প্রয়োজন পুনরায় মজুত সম্ভার ঠিক রাখার কাজে এবং তাদের বিশ্বখ্যাত নাগা ''রাজা মরিচে''র (রাজা মির্চ নামেও পরিচিত) পরবর্তী অনলাইন অর্ডার পরীক্ষা করার জন্য তাদের ফোনগুলিকে রিফ্রেশ করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সময়। একসময় বাইরের বিশ্ব থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকা এবং বাইরের বাজারগুলির কাছের অজানা একটি গ্রাম, আজ আড়াইশোরও বেশি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় ক্রেতার কাছে ডিজিটাল ব্যবস্থায় রাজা মির্চ বিক্রি করছে। স্মার্টফোন হাতে নিয়ে গ্রামবাসীরা আজ তাদের পণ্য নিলামে তুলছেন, সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তা বিক্রি করছেন এবং কৃষি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে একত্রিত করার ঐতিহ্য বজায় রেখে সামাজিক উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তুলছেন।

রূপান্তরের এই কাহিনী আজ শুধুমাত্র ওল্ড তেসেন গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি কোণে তা দেখা যায়, অনুভব করা যায় এবং পর্যবেক্ষণ করা যায়। যে অঞ্চলটি একসময় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল এবং পূর্ববর্তী শাসকদের অক্ষমতার কারণে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল, আজ সেই অঞ্চলই বিকশিত ভারত গড়ার দেশের স্বপ্নের মূল সহায়ক হয়ে উঠছে। এর মূলে রয়েছে সার্বিক উন্নয়ন ও সামাজিক ঐক্যের প্রচেষ্টা, যার নেতৃত্বে রয়েছেন আমাদের দূরদর্শী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি এখানকার স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ''ভারতের প্রবৃদ্ধির ইঞ্জিন'' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অজানা পথ অবলম্বন করেন। তাঁর আগের বেশিরভাগ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীদের বিপরীতে, শ্রী মোদী উত্তর-পূর্বের ভিত্তিটি বেশি করে বুঝতে পেরেছিলেন এবং এই অঞ্চলের মূল বিষয়গুলিকে এই অঞ্চলের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্য সম্বোধন করেছিলেন- এক, সর্বাধিক বিনিয়োগ এবং উচ্চ-প্রভাবশালী মূলধন প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি যাতে অর্থনৈতিক বিস্তার নিশ্চিত হয় এবং দ্বিতীয়ত এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক শক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে। ''লুক ইস্ট'' নীতিটি পরিবর্তন করে ''অ্যাক্ট ইস্ট'' করা হয়েছে এবং এখন তা পরিবর্তন করে ''অ্যাক্ট ইস্ট এবং অ্যাক্ট ফার্স'' করা হয়েছে, যার ফলে বাণিজ্য, সহযোগিতা এবং যোগাযোগের নতুন পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে এই অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৭,৩৫৯ কোটি টাকা, যা এখন ২৭৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১,০২,৭৪৯ কোটি টাকা হয়েছে। দুটি নতুন বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক সংযোগ পাওয়ার সাথে সাথে এই অঞ্চলে বিমানবন্দরের সংখ্যা ৯ থেকে ১৭ টি অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। গড় বার্ষিক রেল বাজেট বরাদ্দ ৩৮৪ বৃদ্ধি পেয়ে ৯,৯৭০ কোটি টাকা হয়েছে এবং রেল নেটওয়ার্ক ১, ৯০৯ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, ৪৬,৪৯৬ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই অঞ্চলে আজ ১৬, ১২৫ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে, যা ২০১৪ সালের আগের তুলনায় ১৪৭ শতাংশ বেশি। যোগাযোগের এই বৃদ্ধি এই অঞ্চলের মানচিত্রে একটি সংযোগের জাল তৈরি করে, এটি নিশ্চিত করেছে যে মানচিত্রটি কেবল শহরগুলিকেই প্রতিনিধিত্ব করে না বরং সুবিধাবঞ্চিত এবং অরক্ষিত অঞ্চলগুলিকেও প্রতিনিধিত্ব করে, স্থানীয় অর্থনীতিকে বাড়িয়ে তোলে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের জানালা হিসাবে উত্তর-পূর্বকে সমর্থন করে।

এটা স্পষ্ট যে ২০১৪ সাল থেকে, ভারতীয় উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে এই সম্পর্ককে আরও জোরদার করার জন্য একটি বড় প্রেরণা দেওয়া হয়েছিল। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিদেশীয় মহাসড়ক (আইএমটি হাইওয়ে) এবং আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের মতো প্রকল্পগুলির কাজ চলছে। একবার সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, এগুলি এই অঞ্চলের জন্য সম্পূর্ণ গেম চেঞ্জার হবে।

এই অঞ্চলে প্রতিদিন এমন সাফল্যের গল্পগুলি এখন বেড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে এবং একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে তুলছে যা ভারতের নরম শক্তিকে শক্তি জোগাচ্ছে। আমাদের সাংস্কৃতিক কূটনীতি অচিরেই বিকশিত ভারতের মুকুটে রত্ন হয়ে উঠতে চলেছে। উত্তর-পূর্বের অনন্য সংস্কৃতি ও শিল্প বিশ্বের মঞ্চে জায়গা করে নিচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের ভাষাগুলির সুরক্ষা ও প্রচারের জন্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে অসমীয়াকে একটি ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মইদামস - আহোম রাজবংশের ঢিবি-সমাধি ব্যবস্থাও ভারতের ৪৩ তম এন্ট্রি হিসাবে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২৪ সালের পদ্ম পুরস্কার উত্তর-পূর্বের সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতার সাথে আলোকিত হয়েছিল এবং রেকর্ড ১১ টি ট্রেলব্লেজারকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক একইভাবে ''বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে'র'' দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। আজ আমরা শুধু প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও রূপায়ণই করছি না, সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে বসবাসকারী ৪.৭ কোটি ভারতীয়র জীবনযাত্রার রূপান্তর ও ক্ষমতায়নও ঘটাচ্ছি। আমাদের নর্থ ইস্টার্ন হ্যান্ডিক্রাফটস অ্যান্ড হ্যান্ডলুমস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনইএইচএইচডিসি) দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে সরাসরি জার্মানি থেকে তার এরি সিল্কের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ওকো-টেক্স শংসাপত্র সফলভাবে অর্জন করেছে; প্ল্যাটফর্ম (উত্তর-পূর্ব অঞ্চল কৃষি পণ্য ই-সংযোগ (এনইআরইএস)) যা ওল্ড তেসেন গ্রামের বাসিন্দাদের ক্ষমতায়ন করেছে তা এখন এই অঞ্চলের প্রতিটি কৃষকের জন্য উপলব্ধ; অনুমোদিত ৩ হাজার ৫৭৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২ হাজার ৪৩৮টি প্রকল্প আমরা সম্পূর্ণ করেছি এবং এর মাধ্যমে ৬৮ শতাংশেরও বেশি সাফল্যের হার প্রদর্শন করেছি এবং সংস্কারমূলক প্রকল্পগুলির কৌশলগত পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য আমরা পাঁচটি টাস্ক ফোর্স গঠন করেছি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদৃষ্টিতে এবং আটটি রাজ্যের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা এই রাজ্যগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে আরও জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। আমাদের কাজ এখন আর পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং আমাদের অমৃত পেড়ির উদ্যোক্তা শক্তিকে উন্মুক্ত করতে, মহিলাদেরকে নতুন সুযোগের সাথে সংযুক্ত করতে এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে অনবরত কাজ চলছে। এই সংকল্প নিয়েই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উজ্জ্বল বস্ত্রবয়ন ক্ষেত্র, পর্যটনের সুযোগ এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের উদযাপন ''অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব''-এর প্রথম সংস্করণ আয়োজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই তিন দিনের উৎসবটি ৮টি রাজ্য প্যাভিলিয়নের সাথে এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্যকে একত্রিত করে, একটি উত্তর-পূর্ব হাট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যেখানে স্থানীয় কারিগরদের জন্য ৩২০টি স্টল থাকবে এবং ৫০০ জনেরও বেশি কারিগরকে তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে। যেহেতু এই অঞ্চলটি ভারতের বৃদ্ধির বৃহত্তম জলাধার হয়ে উঠছে, এই উৎসবটি সারা দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লোকদের একটি নিরবচ্ছিন্ন সংহতি তৈরি করতে এবং এই রাজ্যগুলির সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার উদযাপন করে এমন সাংস্কৃতিক সম্পত্তি তৈরিতে বিশ্বাস করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বাস করেন যে উন্নয়নের ভোর পূর্ব থেকে, পূর্ব ভারত থেকে উদিত হবে এবং এই উৎসবের লক্ষ্য তাঁর বিশ্বাসকে শক্তিশালী করা। ভারত মণ্ডপে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্মানিত উপস্থিতিতে আজ যখন আমরা উৎসবের সূচনা করছি, তখন আমি আপনাদের সকলকে এই উদযাপনের অংশীদার হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যখন ভারতের বিকাশের বৃহত্তম আধার হয়ে উঠছে, আসুন আমরা একটি বিকশিত উত্তর পূর্ব গড়ে তোলার জন্য আশাবাদ ও সংকল্প নিয়ে এগিয়ে আসি।

ঝাড়খন্ড মন্ত্রিসভায় দফতর বন্টন হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): মন্ত্রিসভা বৃদ্ধির পর এবার মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বন্টন করলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। শুক্রবার এই বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ঝাড়খন্ড প্রশাসন।

জানা গেছে, রাধাকৃষ্ণ কিশোরকে অর্থ, বাণিজ্য কর, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পাশাপাশি সংসদীয় বিষয়ক দফতর দেওয়া হয়েছে। দীপক বিরুয়া পেয়েছেন রাজস্ব, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, পরিবহন দফতর। সঞ্জয় প্রসাদ যাদব পেয়েছেন শ্রম, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন দফতর। রামদাস সোরেনকে দেওয়া হয়েছে স্কুল শিক্ষা, সাক্ষরতা দফতর। ইরফান আনসারিকে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ-সহ খাদ্য, গণবন্টন, উপভোক্তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর দেওয়া হয়েছে। হাফিজুল হাসান পেয়েছেন জলসম্পদ ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর। দীপিকা পান্ডে সিংকে দেওয়া হয়েছে গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ দফতর। যোগেন্দ্র প্রসাদ পেয়েছেন পানীয় জল ও স্যানিটেশন দফতর। সুদিব্য কুমারকে পর্যটন, শিল্প-সংস্কৃতি, ক্রীড়া এবং যুব বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে নগরোন্নয়ন এবং আবাস, উচ্চ শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা দফতর দেওয়া হয়েছে। শিল্পী নেহা তিরকি পেয়েছেন কৃষি, পশুপালন ও সমবায় দফতর।

লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ডাবল ডেকার বাস ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ, মৃত্যু ৬ জনের

কনৌজ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কনৌজে লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ডাবল ডেকার বাস ও ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় কমবেশি আহত হয়েছেন আরও ১৪ জন। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার একটি ডাবল ডেকার বাস ও জলের ট্যাঙ্কারের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার (এসপি) অমিত কুমার বলেছেন, 'শুক্রবার লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে একটি বাস এবং একটি জলের ট্যাঙ্কারের সংঘর্ষ হয়েছে। বাসটি লখনউ থেকে দিল্লি যাচ্ছিল, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

৬ জন এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এবং আহত ১৪ জনের চিকিৎসা চলছে।'

শম্ভু সীমানায় কড়া নিরাপত্তা, আন্দোলনরত কৃষকদের থামিয়ে দিল পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে শুক্রবার 'সংসদ ভবন চলো'র ডাক দিয়েছেন পঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষকরা। কৃষকদের এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কড়া নিরাপত্তা ছিল শম্ভু সীমানায়। সেখানেই আন্দোলনরত কৃষকদের আটকে দেওয়া হয়। আন্দোলনরত কৃষকরা হরিয়ানা-পঞ্জাব শম্ভু সীমানা অতিক্রম করার চেষ্টা করার সময় ব্যারিকেড সরিয়ে দেন।

কৃষক নেতা সারওয়ান সিং পান্ধের বলেছেন, 'আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে দিল্লির দিকে যেতে দেওয়া উচিত, নয়তো আমাদের দাবি নিয়ে কথা বলা উচিত। কৃষকদের পক্ষ থেকে আলোচনার দরজা খোলা আছে। আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দাবি মেনে নিক। তাদের উচিত আমাদের দিল্লিতে প্রতিবাদ করার জায়গা দেওয়া, আম্বালায় ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা উচিত।'

পাটনায় ধুন্ধুমার, পিএসসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ পরীক্ষার্থীদের

পাটনা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): পাটনায় বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফিসের সামনে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। পিএসসি পরীক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ করল পুলিশ। শুক্রবার বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফিসের সামনে জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

৭০-তম সিভিল সার্ভিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগের মতো করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখান চাকরি প্রার্থীরা। পরীক্ষা পদ্ধতি স্বাভাবিক করার দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ডিএসপি অনু কুমারী বলেছেন, 'বিক্ষোভ বেআইনি, কারণ তাদের কোনও অনুমতি নেই। আমরা পাঁচ জনের প্রতিনিধি দলের নাম চেয়েছি, যারা নিজেদের দাবিগুলো রাখবেন।'

নদীয়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৯০ লাখ টাকার সোনা পাচারের চেষ্টা, আটক ব্যক্তি

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : নদীয়া জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা চোরাচালানের অভিযোগে এক ভারতীয়কে আটক করেছে সীমান্তের নিরাপত্তা বাহিনী (বিএসএফ)। বৃহস্পতিবার ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে আনুমানিক ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের পাঁচটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়েছে।

শুক্রবার বিএসএফের এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিএসএফের ৩২তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এলাকায় বাসে করে যাতায়াতকারী এক ব্যক্তিকে আটক করে। অভিযুক্তকে তল্লাশি করে দেখা যায়, তার কোমরে বাঁধা অর্থোপেডিক বেল্টে সোনার বিস্কুটগুলি লুকিয়ে রেখেছিল। এই সোনার বিস্কুটগুলির মোট ওজন ১.২ কেজি।

অভিযুক্তকে আটক করার পর বিএসএফ তাকে স্থানীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এই সোনা চোরাচালানের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক চক্রের যোগসূত্র থাকতে পারে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষয়টির তদন্ত চলছে।

সীমান্তে গোরু পাচারের চেষ্টা, বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশির মৃত্যুর অভিযোগ

মানিকগঞ্জ, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : সীমান্তে গোরু পাচারের চেষ্টার সময় বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশির মৃত্যুর অভিযোগ উঠল। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সিং পাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম মহম্মদ আনোয়ার (৩৫)। বাড়ি পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থানার ১০ মাইল ভজনপুর গ্রামে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ১৫-২০ জনের একটি দল গোরু নিয়ে উন্মুক্ত সীমান্ত অতিক্রম করে ফেরার সময় তাঁদের পথ আটকায় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান। এরপর দুই তরফে সংঘর্ষ বাঁধে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিএসএফের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফের তরফেও ১০ রাউন্ড গুলি চালানো হয়। তাতেই ওই বাংলাদেশি নিহত হয়। বাকিরা গোরু নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। একটি গোরু উদ্ধার করে বিএসএফ। ঘটনায় সাধন সাউড়ি নামে এক বিএসএফ জওয়ান আহত হন। তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

ঘটনায় শুক্রবার থমথমে দুই বাংলার সীমান্ত এলাকা। চাণক্য বিওপির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট মনোজ কুমার এদিন জানান, এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হবে।

আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি, মহাপরিনির্বাণ দিবস উদযাপিত পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হল মহাপরিনির্বাণ দিবস। ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা, ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকরের স্মরণে এই দিনটি যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। পূর্ব রেলের সদর দফতরে ফেয়ারলি প্লেসে এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকর। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন তিনি। অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার সুমিত সরকার, প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনাল অফিসার জারিনা ফিরদৌসি তৎসহ সমস্ত বিভাগের প্রধান উপস্থিত ছিলেন। সকলেই পুষ্পস্তবক নিবেদন করেন। উল্লেখ্য, ড. ভীমরাও আম্বেদকর অধিক পরিচিত বাবা সাহেব আম্বেদকর নামেই। এই উপলক্ষে হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার''স অফিস ও শিয়ালদহ, মালদা ও আসানসোল ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য অফিসে কর্মী ও অফিসারেরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

বাবাসাহেব আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

দেরাদুন, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার ভারতের সংবিধান প্রণেতা ও ভারতরত্ন বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মৃত্যুবার্ষিকী। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি তাঁর বাসভবনে বাবাসাহেব আম্বেদকরের ছবিতে শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, শ্রদ্ধেয় ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর ছিলেন আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং দক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। পুষ্কর সিং ধামি বলেন , তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার সংকল্প করা উচিত।

মোদীজি সংসদে আসুন, আদানি ইস্যুতে আলোচনা চেয়ে মন্তব্য রাহুলের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): আদানি ঘুষ-কাণ্ডে শুক্রবারও উত্তাল হয়েছে সংসদ। এদিন সংসদের ভিতরে ও বাইরে আদানি ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা। এই ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুলের আবেদন, মোদীজি সংসদে আসুন।

বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর

রাঁচি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার এবং সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন শুক্রবার ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বাবাসাহেবকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার বলেছেন, বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবসে প্রণাম। আর ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

মেয়ের দেহ আগলে মা, হুলুস্থুল কাণ্ড চন্ডীতলায়

হুগলি, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বছর চোদ্দোর অরিত্রী ঘোষের পচাগলা দেহ। আর তা আগলে বসে রয়েছেন মা। শুক্রবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির চন্ডীতলার খানাবাটী এলাকায়।

অরিত্রীর বাবা প্রভাস ঘোষের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই। তারপর থেকে মেয়েকে নিয়ে থাকতো মা। এদিকে জন্ম থেকেই অরিত্রী শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার। সে কারণে সিংহভাগ সময় বাড়িতেই কাটতো। কিন্তু, কীভাবে তাঁর মৃত্যু হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দিন চারেক আগে মৃত্যু হয়েছে ওই নাবালিকার। কিন্তু, কিছু টের পাননি প্রতিবেশীরা। এরপর শুক্রবার সকালে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তেই সন্দেহ হয় পাড়ার লোকজনের। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ঘরের মধ্যে পড়ে আছে অরিত্রী ঘোষের পচাগলা দেহ। খবর পেয়ে পুলিশ এলেও কিছু লোকজন পুলিশের সামনেই অরিত্রীর দেহ বের করে সোজা শ্মশানে নিয়ে চলে যান। সেখানেই দাহ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে যেহেতু বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে সে কারণে ময়নাতদন্তের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে মেয়ের মৃত্যুর কারণ জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মাকে।

Wan-gala Festival
Organise by TGU, ICA &Sub-Divisional Administration
Invitation Card
07-12-2024
Sir / Madam,
You are cordially requested to participate in the 19th State Level Wan-gala Festival to be held on 7th & 8th December,2024 at Natintilla,Udaipur,Gomati District, Tripura.
Your kind presence will make the programme a grand success .
INAUGURAL CEREMONY
7 December, 2024, At 7 PM, At Natintilla.
Inaugurator :- Shri Pranajit Singha Roy, Hon'ble Minister, Finance, Planning Coordination & IT Dept. Govt. of Tripura.
Chief Guest :- Shri Bikash Bebbarma, Hon'ble Minister, Tribal Welfare & others Dept. Govt. of Tripura.
Special Guest :- Shri Debal Deb Roy, Hon'ble Sabhadhipati, Gomati Zilla Parishad.
Shri Abhishek Debroy, Hon'ble MLA ,TLA & Chairman Wan-gala Festival Committee.
Shri Rampada Jamatia, Hon'ble MLA, TLA.
Shri Jitendra Majumder, Hon'ble MLA, TLA.
Shri Ranjit Das., Hon'ble MLA, TLA.
Shri Mailafro Mog, Hon'ble MLA, TLA.
Shri Swapna Rani Majumder, Hon'ble MLA, TLA.
Shri Shital Ch. Majumder, Hon'ble Chairperson, UMC..
Shri Padma Lochan Tripura, Hon'ble MDC TTAADC .
Smt. Shilpi Rani Das, Hon'ble Chairman, Matabari Panchayet Samity
Shri Ajoy De, Assistant Director, & Convenor Wan-gala Festival Committee.
SShri Khauba Reang, Khaskhu, Reang Society.
Shri Udaising Noatia, Noatia, Hada Choudhury.
Shri Carey Marak, IGP, Fist IPS of Garo Society.
Shri Tapas Marak, First Er. Superintendent of Garo Society.
Shri Tridip Sarkar, Sub-Divisional Magistrate, Udaipur.
President :- Shri Subhas Marak, A'song Nokma, TGU.

Wan-gala Festival
Organise by TGU, ICA &Sub-Divisional Administration
Invitation Card
08-12-2024
Closing Ceremony, 7 PM at Natintilla.
Chief Guest :- Shri Sukla Charan Noatia, Hon'ble Minister, Cooperation, Minority & others Dept.
Special Guest :- Shri Debal Debroy, Hon'ble Sabhadhipati, Gomati Zilla Parishad.
Shri Rabindra Debbarma, Hon'ble EM, Education & Others Dept. TTAADC, Khumulwng.
Shri Abhishek Debroy, Hon'ble MLA ,TLA, & Chairman Wan-gala Festival Committee.
Shri Pramod Reang, Hon'ble MLA, TLA.
Shri Sujan Kr. Sen, Hon'ble Sahakari Sabhadhipati, Gomati Zilla Parishad.
Shri Samrat Jamatia, Hon'ble MDC, TTAADC.
Shri Larence Uchoi, Sarpa, Uchoi Community.
Shri Sunil Murasing, CTH, Org, Secretary.
Shri Ajit Roga, First Asst. Professor of Garo Society.
Shri Trawin Marak, Advocate, First APP of Garo Society.
Shri Subhabrata De, Block Development Officer, Matabari R.D. Block.
President :- Sri Subhas Marak, A'song Nokma, TGU.
With thanks.
Sri Pintu Chandra Ghagra
General Secretary, TGU
ICA/D-1426/24

আম্বেদকরকে স্মরণ

● প্রথম পাতার পর

সাহা বলেন, সমাজ সেবার মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের লড়াই করেছিলেন ডঃ ভীমরাও রামজি আম্বেদকর।

এদিন তিনি আরও বলেন, সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে সমস্ত দেশবাসীর মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে কাজ করেছিলেন। তাঁর দিশাকে পাথেয় করে প্রদেশ কংগ্রেসের এগিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে, ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে মেলার মাঠ অফিস প্রাঙ্গনে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামু দাস বিধায়ক সুদীপ সরকার সহ অন্যান্যরা।

এদিন সমিতির এক ব্যক্তি বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে মেলার মাঠ অফিস প্রাঙ্গণে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে সংবিধান আক্রান্ত হচ্ছে। দলিতরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

তাঁর কথায়, বর্তমান বিজেপি সরকার দলিত ও তপশিলি জাতিদের স্বার্থে কাজ করছে না। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তপশিলি জাতিদের আর্থ সামাজিকভাবে উন্নয়ন করার যে পরিকল্পনা করেছিল তা এখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরই প্রতিবাদে জনগণকে সরব হতে হবে।

পবিত্র

● প্রথম পাতার পর

করে বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্য প্রদানের তালিকা মন্ডলের সদস্যরা তৈরি করছেন।এদিন তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তহবিলের টাকা খরচ করেন মুখ্যসচিব এবং প্রতিটি জেলার জেলা শাসকরা। তাই সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিনিধি দল মুখ্যসচিবের সাথেও দেখা করবে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি, আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি জেলা শাসকের নিকট এআইকেএস-র এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করবেন।

রাজ্যের ঝুলিতে

● প্রথম পাতার পর

উদ্যোগগুলির মাধ্যমে এই সাফল্য এসেছে। পুরস্কার মূল্য হিসেবে তারা পাবে ৫০ লক্ষ টাকা।অমরপুর ব্লকের রাজকাও ভিলেজ কমিটি শিশুদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা সারা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করে ৫০ লক্ষ টাকার পুরস্কার লাভ করেছে।জলসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছে অমরপুর ব্লকের দেববাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামীণ অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পে তাদের সাফল্যের জন্য তারা তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে এবং পুরস্কার মূল্য হিসেবে পেয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা।ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত মিলিয়ে এই বছর মোট ১০ কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছে। এই অর্থ আরও উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে, যা রাজ্যের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।পঞ্চায়েত দস্তুর থেকে প্রণীত বিভিন্ন নির্দেশিকা এবং তার কার্যকর বাস্তবায়নই এই সাফল্যের মূলে রয়েছে। জেলা, ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সুষ্ঠু সমন্বয় এবং দক্ষ নেতৃত্ব এই অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থার এই সাফল্য রাজ্যের সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। প্রত্যাশা করা যায় যে অন্যান্য জেলা ও ব্লকগুলিও একইভাবে সাফল্যের পথে আগামীদিনে অগ্রসর হবে। এই সাফল্য ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দুদিনব্যাপী বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৬ ডিসেম্বর:খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দুদিন ব্যাপী বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মেলা। দু’’দিন ব্যাপী জেলাভিত্তিক বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মেলা শুরু হয় আজ খোয়াই সরকারী ইংরেজী মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যুগ্ম কনভেনার রতন দেববর্মা স্বাগত ভাষণ রাখেন। বিজ্ঞান মেলার আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য শিক্ষক রঞ্জন দাস জানান মোট ৩৬ টি বিদ্যালয়ের ৩৬ টি মডেল বিজ্ঞান মেলার প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে। আগামীকাল প্রদর্শনীর শেষ দিনে থাকবে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার অর্থাৎ আলোচনা চক্র এবং অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। খোয়াই জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ ৫ টি বিজ্ঞান মডেল রাজ্য ভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন খোয়াই জেলা ভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর আয়োজক কমিটির সদস্য অশোক কুমার দাস। মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খোয়াই পুরসভার পুর পিতা দেবাশীষ নাথ শর্মা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত মজুমদার, চাঁন্দনী চন্দ্রন জেলাশাসক ও সমাহর্তা খোয়াই জেলা।

বিধানসভায় ডঃ বি আর আম্বেদকরের ৬৮ তম প্রয়াণ বার্ষিকী পালন

কলকাতা, ৬ ডিসেম্বর (হি. স.) : ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর এর ৬৮তম প্রয়াণবার্ষিকী। শুক্রবার এই উপলক্ষে বিধানসভায়ও আজকের এই দিনটি পালন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে পালিত হচ্ছে তাঁর এই প্রয়াণ বার্ষিকী। কাজেই এই দিনটিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় শুক্রবার মহাপরিনির্বাণ দিবস উপলক্ষে বিধানসভা চত্বরে আম্বেদকরের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায়। এছাড়াও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করা হয়েছে। অধ্যক্ষের পাশাপাশি শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সুকুমার রায় এবং অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মী এবং অফিসারেরা। ভারতরত্ন আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে বিধানসভার লবিতেও মালা দেওয়া হয়েছে। এরপর সংক্ষিপ্ত স্মরণ অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করা হয়েছে।

শিবরাজ

● প্রথম পাতার পর

জগদীপ ধনখড় রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে “কিশানো কে লাডলে” নামে অভিহিত করেন। কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান শ্রী ধনখড় মন্ত্রী চৌহানের প্রশংসা করে বলেন, দেশের বোনদের কাছে ভাই হিসাবে পরিচিত এই মানুষটি এখন কৃষকদের ভাই হিসাবেও প্রশংসিত হবেন। শ্রী ধনখর আশা প্রকাশ করেন, এই মন্ত্রী তাঁর ”শিবরাজ” নাম অনুসারেই তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, ‘আজ থেকে আমি আপনাকে একটি নতুন নাম দিয়েছি- “কিসানো কে লাডলে।’

কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয় করা হবে। আমাদের সরকার ৫০ু এর বেশি ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করবে এবং কৃষকদের কাছ থেকে ফসলও কিনবে। তিনি বলেন, এটা নরেন্দ্র মোদীর সরকারের দেওয়া অনেকগুলি প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটা প্রতিশ্রুতির পুরণ। তিনি আরও বলেন, যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, তখন তারা বলেছিল যে তারা এমএস স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মেনে নিতে পারে না। ২০১৯ সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ব্যয়ের উপর ৫০ু মুনাফা যোগ করে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য’র হার নির্ধারণ করা হবে। যখন কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ছিল, তারা কখনও কৃষকদের ৫০ু এর বেশি মুনাফা দেয়নি, তবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে আমরা কমপক্ষে ৫০ু এর বেশি মুনাফা দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত ফসল কিনব।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, মোদী সরকার অনেক দূরদর্শিতা নিয়ে কাজ করে। কৃষকদের কল্যাণ ও তাদের উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কৃষির জন্য বাজেটে বরাদ্দ অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে কৃষির জন্য বাজেটে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২১ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। সেই বাজেট এখন বেড়ে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৫২৮ কোটি টাকা হয়েছে।

পড়ুয়ারা

● প্রথম পাতার পর

জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের ভালো করে পড়াশুনা বুঝাতে পারেন। এর জন্যই ওই বিদ্যালয়ে তার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁকে ওই বিদ্যালয় থেকে বদলি করা হয়েছে। এরই প্রতিবাদেই ছাত্রছাত্রীরা ৮ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে,যাত্রীদের ভীষণ ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে।

এদিলে, খবর পেয়ে কলাছরা এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক বিপ্লব সেন ও মনু বাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন এনং শিক্ষক বদলির বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আশ্বস্ত করেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ মুক্ত করে দেন ছাত্র-ছাত্রীরা।

বসতঘর

● প্রথম পাতার পর

দুলাল সরকারের পরিবারটি অত্যন্ত দরিদ্র। কিন্তু কি কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখন অব্দি পুরোপুরি জানা যায়নি।

সান্ত্বনা

● প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছে। উগ্রপন্থা দমনে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

জনসংযোগ কর্মসূচিতে বেরিয়ে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে বিধায়ক অসিত

হুগলি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.) : জনসংযোগ কর্মসূচিতে বেরিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার। বিধায়ককে ডেকে বেহাল রাস্তা দেখালেন সাধারণ মানুষ। এলাকার কাউন্সিলরের বিরুদ্ধেও তৃণমূল বিধায়কের কাছে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন। শুক্রবার সকালে এই ঘটনা ঘটে চুঁচুড়া পুরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপার্ক এলাকায়।

লোকসভা নির্বাচনে চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকায় প্রায় সাড়ে আট হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। কেন মানুষের সমর্থন কমল? তা জানতে জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচিতে নেমেছেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। এর আগেও বিধায়ককে সামনে পেয়ে সাধারণ মানুষ ক্ষোভের কথা বলেছিলেন। এবারও একই ভাবে মানুষের ক্ষোভ দেখা গেল।

আগেও বিধায়ককে এই বিষয়ে বলা হলেও কোনও কাজ হয়নি। বাসিন্দারা জানান, বিধায়ক আগেও কয়েক বার এসেছেন। তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তিনি শুধু শুনে যান। কোনও কাজ করেন না। এলাকার নিকাশিরও সমস্যা আছে। স্থানীয় কাউন্সিলর খোঁজ নেন না বলেও অভিযোগ।

উত্তর পূর্বাঞ্চল ভারতের অষ্টলক্ষ্মী ঃ প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

শতক পূর্বাঞ্চলের, অর্থাৎ এশিয়া ও ভারতের। শ্রী মোদী দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন যে, আগামী দিনে ভারতের অগ্রগতির কাহিনী পূর্ব ভারত, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আগামী দশকগুলিতে ভারত গুয়াহাটি, আগরতলা, ইম্ফল, ইটানগর, গ্যাংটক, কোহিমা, শিলং এবং আইজলের মতো নতুন শহরগুলির নতুন সম্ভাবনাকে দেখতে পাবে এবং অষ্টলক্ষ্মীর মতো অনুষ্ঠান এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেবী লক্ষ্মীকে সুখ, স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির দেবী বলা হয়। দেবী লক্ষ্মীর আটটি রূপের তালিকা দিয়ে তিনি আরও বলেন, যখনই দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয় তখন আটটি রূপের পূজা করা হয়। শ্রী মোদী বলেন, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অষ্টলক্ষ্মী --- আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা ও সিকিম। তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই আটটি রাজ্য অষ্টলক্ষ্মীর আটটি রূপের প্রতিনিধিত্ব করছে।

প্রথম রূপটি আদি লক্ষ্মী বলে মন্তব্য করে শ্রী মোদী বলেন, আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যেই আদি সংস্কৃতি দৃঢ়ভাবে প্রসারিত। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিটি রাজ্য নিজ নিজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি লালন করে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মেঘালয়ের চেরি ব্লসম উৎসব, নাগাল্যান্ডের হর্নবিল উৎসব, অরুণাচলের কমলা উৎসব, মিজোরামের চাপচার কুট উৎসব, আসামের বিহু, মণিপুরী নৃত্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, উত্তর-পূর্ব ভারতে এত বিপুল বৈচিত্র্য রয়েছে।

দেবী ধন লক্ষ্মীর দ্বিতীয় রূপ এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের আশীর্বাদধন্য, যেখানে রয়েছে খনিজ, তেল, চা বাগান এবং জীব বৈচিত্র্যের এক বিশাল সঙ্গম। তিনি আরও বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এখানে এবং ”ধন লক্ষ্মী”র এই আশীর্বাদ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

দেবী লক্ষ্মীর তৃতীয় রূপ ধান্য লক্ষ্মী যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু - একথার উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রাকৃতিক চাষ, জৈব চাষ এবং বাজরার জন্য বিখ্যাত। তিনি বলেন, সিকিম ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ জৈব রাজ্য হওয়ায় ভারত গর্বিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উৎপাদিত ধান, বাঁশ, মশলা এবং ঔষধি গাছগুলি সেখানকার কৃষিশক্তির সাক্ষ্য দেয়। তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্যকর জীবনশৈলী ও পুষ্টির সঙ্গে যুক্ত আজকের ভারত বিশ্বকে যে সমাধানগুলি উপহার দিতে চায় তাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক বড় ভূমিকা রয়েছে।

অষ্টলক্ষ্মীর চতুর্থ রূপ গজ লক্ষ্মীর কথা বলতে গিয়ে শ্রী মোদী বর্ণনা করেন যে, দেবী গজ লক্ষ্মী পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর চারপাশে হাতি রয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কাজিরাঙা, মানস-মেহাওয়ের মতো জাতীয় উদ্যান এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রয়েছে। তিনি আরও যোগ করে বলেন, এখানে আশ্চর্যজনক গুহা এবং আকর্ষণীয় হ্রদ রয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, গজলক্ষ্মীর আশীর্বাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় পর্যটন কেন্দ্র রূপে তুলে ধরার ক্ষমতা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সৃজনশীলতা ও দক্ষতার জন্য পরিচিত, যার প্রতিনিধিত্ব করে পঞ্চম রূপ অষ্টলক্ষ্মী - সন্তান লক্ষ্মী, যার অর্থ উৎপাদনশীলতা এবং সৃজনশীলতা। তিনি আরও বলেন, আসামের মুগা সিল্ক, মণিপুরের মইরাং ফি, নাগাল্যান্ডের ওয়াংখেই ফি, চাখেশাং শালের মতো তাঁত ও হস্তশিল্পের দক্ষতা সকলের মন জয় করবে। এই জাতীয় কয়েক ডজন ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) ট্যাগযুক্ত পণ্য রয়েছে যা উত্তর-পূর্বের কারুশিল্প এবং সৃজনশীলতা প্রদর্শন করে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অষ্টলক্ষ্মীর ষষ্ঠ রূপ বীর লক্ষ্মীর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল নারীশক্তির প্রতীক। তিনি মণিপুরের নুপি লান আন্দোলনের উদাহরণ এর কথা উল্লেখ করেন যা নারীদের শক্তিকে তুলে ধরেছিল। শ্রী মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলারা যেভাবে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের আওয়াজ তুলেছিলেন, তা ভারতের ইতিহাসে সর্বদাই স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। তিনি আরও বলেন, রানি গাইদিনলিউ, কনকলতা বড়ুয়া, রানি ইন্দিরা দেবী, লালু রোপিলিয়ানির মতো লোককাহিনী থেকে শুরু করে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত সাহসী মহিলারা গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করেছেন। শ্রী মোদী বলেন, আজও উত্তর-পূর্বের কন্যারা এই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করে চলেছেন। তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মহিলাদের শিল্পোদ্যোগ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশেষ শক্তি যুগিয়েছে, যার কোনও তুলনা নেই।

অষ্টলক্ষ্মীর সপ্তম লক্ষ্মী জয় লক্ষ্মীর অর্থ যিনি খ্যাতি ও গৌরব দান করেন, একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের প্রতি সমগ্র বিশ্বের প্রত্যাশার ক্ষেত্রে আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, ভারত যখন তার সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলই দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার অফুরন্ত সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করেছে।

জ্ঞান ও শিক্ষার প্রতীক অষ্টলক্ষ্মীর অষ্টম লক্ষ্মী — বিদ্যালক্ষ্মীর কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আধুনিক ভারত গঠনে শিক্ষার বহু প্রধান কেন্দ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রয়েছে যেমন আইআইটি গুয়াহাটি, এনআইটি শিলচর, এনআইটি মেঘালয়, এনআইটি আগরতলা এবং আইআইএম শিলং। তিনি আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল ইতিমধ্যেই তার প্রথম জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে এবং দেশের প্রথম জাতীয় ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় মণিপুরে নির্মিত হচ্ছে। তিনি বলেন, মেরি কম, বাইচুং ভুটিয়া, মীরাবাঈ চানু, লাভলীনা, সরিতা দেবীর মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশকে অনেক মহান ক্রীড়াবিদ উপহার দিয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রযুক্তি সম্পর্কিত স্টার্ট-আপ, পরিষেবা কেন্দ্র এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো শিল্পের ক্ষেত্রেও এগিয়ে যেতে শুরু করেছে। তিনি আরও বলেন, এই অঞ্চলটি যুবকদের শিক্ষা ও দক্ষতার একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠছে।

উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসব উত্তর-পূর্বের উন্নত ভবিষ্যতের উদযাপন।” শ্রী মোদী বলেন, শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকারই প্রথমবার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রক সৃষ্টি করেছিলেন।

তিনি বলেন, সেখানকার উন্নয়নে বিস্ময়কর গতি সঞ্চারিত হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ১৯৯০-এর দশকে তৈরি একটি নীতির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে গতি আনতে কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০টিরও বেশি মন্ত্রককে তাদের বাজেটের ১০ শতাংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগ করতে হয়। তিনি আরও বলেন, উপরোক্ত প্রকল্পে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে, যা উত্তর-পূর্বের প্রতি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারের নিদর্শন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য সরকার পিএম ডিভাইন প্রকল্প, বিশেষ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভেঞ্চার ফান্ডের মতো বহু বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পগুলি বহু নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। শ্রী মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের শিল্প সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করতে সরকার ”উন্নতি; (ড্ড্র্স্তুজ্জ) কর্মসূচিরও সূচনা করেছে। তিনি আরও বলেন, যখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এই ধরনের নতুন শিল্প স্থাপিত হবে, তখন দেশ ও বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা সেখানে নতুন সম্ভাবনার সন্ধান করবেন। শ্রী মোদী বলেন, ‘আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত করছি আবেগ, অর্থনীতি এবং বাস্তুতন্ত্র এই ত্রয়ীর সঙ্গে’। তিনি আরও বলেন, সরকার শুধুমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো নির্মাণই করছে না, ভবিষ্যতের মজবুত ভিত্তিও স্থাপন করছে। বিগত দশকগুলিতে বহু রাজ্যে ট্রেন পরিষেবার অভাব সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। একথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, ২০১৪ সালের পর তাঁর সরকার বাহ্যিক পরিকাঠামো ও সামাজিক পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান ও পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ঘটেছে। শ্রী মোদী বলেন, সরকার বহু বছর ধরে ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলির রূপায়ণেও গতি সঞ্চার করেছে। বগি-বিল সেতুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে শ্রী মোদী বলেন, ধেমাজি এবং ডিব্রুগড়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বগি-বিল সেতুর কাজ শেষ হওয়ার আগে যেখানে যেতে সারাদিনের প্রয়োজন হত, এখন সেখানে মাত্র এক বা দুই ঘণ্টায় পৌঁছানো যায়। মোদী বলেন, ‘গত এক দশকে প্রায় ৫ হাজার কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে’। তিনি আরও বলেন, অরুণাচল প্রদেশে সেলা টানেল, ভারত-মায়ানমার-থাইল্যান্ড ত্রিপাক্ষিক মহাসড়ক, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও মিজোরামের সীমান্ত সড়ক প্রসারিত হয়েছে। গত বছর জি-২০ সম্মেলনের সময় ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ করিডর (আই-ম্যাক) বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আই-ম্যাক ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবক”টি রাজ্যের রাজধানীকে রেলপথে যুক্ত করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে। তিনি আরও জানান, প্রথম বন্দে ভারত ট্রেনও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যাত্রা শুরু করেছে। শ্রী মোদী বলেন, গত ১০ বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিমানবন্দর ও বিমান উড়ানের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক নদীতে জলপথ পরিবহন নির্মাণের কাজ চলছে এবং সাবরুম স্থলবন্দর থেকে জল যোগাযোগের ব্যবস্থাও উন্নত হচ্ছে। মোবাইল ও গ্যাস পাইপলাইন সংযোগের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যকে উত্তর-পূর্ব গ্যাস গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে এবং ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার ইন্টারনেট সংযোগের ওপরও বিশেষ নজর দিচ্ছে এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ২৬০০-রও বেশি মোবাইল টাওয়ার বসানো হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ১৩ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। উত্তর-পূর্বের সবক”টি রাজ্যে ৫জি সংযোগ পৌঁছে দেবার কাজে শ্রী মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক পরিকাঠামোয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভূতপূর্ব কাজের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্যান্সারের মতো রোগের চিকিৎসায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার পাশাপাশি মেডিকেল কলেজগুলির প্রসার ঘটানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আয়ুষ্মান ভারত যোজনার আওতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, সরকার আয়ুষ্মান বয়: বন্দনা কার্ড চালু করেছে, যা ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করবে।

মোদী বলেন, যোগাযোগ ছাড়াও সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঐতিহ্য, বস্ত্রবয়ন ও পর্যটনের ওপরও জোর দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই সুবিধার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে জানতে বিপুল সংখ্যক মানুষ এগিয়ে আসছেন। গত দশকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যটকদের পরিদর্শনের সংখ্যাও প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, বিনিয়োগ ও পর্যটন বৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন ব্যবসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, অষ্টলক্ষ্মী রাজ্যের যুবসমাজ হল ভারত সরকারের এক বিশেষ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং তাঁরা সর্বদাই উন্নয়ন চেয়েছেন। গত দশকে উত্তর-পূর্বের প্রতিটি রাজ্যে স্থায়ী শান্তির জন্য অভূতপূর্ব জনসমর্থন লক্ষ্য করা গেছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার ফলেই হাজার হাজার যুবক হিংসার পথ ছেড়ে উন্নয়নের নতুন পথ গ্রহণ করেছেন। তিনি আরও বলেন, গত এক দশকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বহু ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং রাজ্যগুলির মধ্যে সীমান্ত দ্বন্দ্বের সমাধানও অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অগ্রসর হয়েছে। তিনি বলেন, এর ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে হিংসার ঘটনা অনেকাংশে কমে এসেছে। বহু জেলা থেকে আফস্পা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, আমরা সবাই মিলে অষ্টলক্ষ্মীর জন্য একটি নতুন ভবিষ্যত রচনা করব এবং সরকার এর জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ নিচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা প্রকাশ করেন যাতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের প্রতিটি বাজারে পৌঁছে যায় এবং এই লক্ষ্যেই প্রতিটি জেলার পণ্য ”এক জেলা এক পণ্য” অভিযানের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবের গ্রামীণ হাট বাজারে প্রদর্শনীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বহু পণ্য দেখা যায়। উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি উত্তর-পূর্বের পণ্যের জন্য ভোকাল ফর লোকাল-এর মন্ত্র প্রচার করি।’ তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বিদেশি অতিথিদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চমৎকার শিল্প ও নৈপুণ্যকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি দেবে। শ্রী মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পণ্যগুলিকে তাঁদের জীবনযাত্রার অঙ্গ করে তোলার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মোদী গুজরাটের পোরবন্দরে আয়োজিত মাধবপুর মেলায় অংশগ্রহণের জন্য জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানান। তিনি আরও বলেন, মাধবপুর মেলা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কন্যা দেবী রুক্মিণীর বিবাহ উদযাপনের প্রতীক। ২০২৫ সালে মেলায় অংশগ্রহণের জন্য তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সকলকে আহ্বান জানান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অষ্টলক্ষ্মীর আশীর্বাদে ভারত নিশ্চিতভাবেই একবিংশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে দেখবে বলে শ্রী মোদী দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ আরও অনেকে।

মন্ত্রিসভায়

● প্রথম পাতার পর

হবে। কেভিগুলিতে বিভিন্ন সুবিধা বাড়ানোর জন্য গৃহীত নির্মাণকার্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মসূচিগুলিতে অনেক দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।ভারত সরকার ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের/ডিফেন্স কর্মচারীদের স্থানান্তরযোগ্য সন্তানদের জন্য সারা দেশে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মানের শিক্ষা সুবিধা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্কিমটি অনুমোদন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, “সেন্ট্রাল স্কুলস অর্গানাইজেশন” শুরু হয়, যা ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট হিসেবে কাজ করে। প্রথমে, ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে ২০টি রেজিমেন্টাল স্কুলকে কেন্দ্রীয় স্কুল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের বদলিযোগ্য ও বদলিযোগ্য নয়, এমন কর্মচারীদের সন্তানদের, প্রতিরক্ষা এবং প্যারামিলিটারী বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের, পাশাপাশি দেশের প্রত্যন্ত এবং অনুন্নত এলাকার মানুষদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুযায়ী, প্রায় সকল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়কে পিএম শ্রী স্কুল হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, যা এনইপি-২০২০ বাস্তবায়নের প্রতিফলন এবং এই স্কুলগুলো অন্য স্কুলের সামনে এক উদাহরণস্বরূপ হিসেবে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলি তাদের মানসম্মত শিক্ষা, উদ্ভাবনী পদ্ধতি এবং আধুনিক পরিকাঠামোর জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সিবিএসই কর্তৃক পরিচালিত বোর্ড পরীক্ষাগুলিতে বরাবরই সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করছে।

দ্বীপজয়ের সেঞ্চুরি, কোচবিহার ট্রফিতে বিহারের বিরুদ্ধে সরাসরি জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ মনিপুর। ইচ্ছে রয়েছে চালকের আসনে থেকে মণিপুরের বিরুদ্ধে সরাসরি জয় ছিনিয়ে নিতে। প্রথম ইনিংসে ত্রিপুরা ১৬৫ রানে লিড নিয়েছে। ফলোঅনে মনিপুরকে খেলতে বাধ্য করানো গেলেও ত্রিপুরা দল এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটি করেনি। প্রথম দিনেই দুই দলের ২০ উইকেটের পতন।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করেছে ত্রিপুরা। আরও তিন দিনের খেলা বাকি। লক্ষ্য রয়েছে যতটুকু সম্ভব অধিক রানের টার্গেট রেখে মণিপুরের সামনে শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। সরাসরি জয় নিশ্চিত করতে আগামীকাল (শনিবার) দ্বিতীয় দিনে মাঠে নামছে ত্রিপুরা। মনিপুরের বিরুদ্ধে সরাসরি জয় পেলে ত্রিপুরা প্লেট গ্রুপ থেকে মুল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। খেলা হচ্ছে বিসিসিআই আয়োজিত কোচবিহার ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৯ চার দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

গ্রুপ লীগের পঞ্চম তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলা আজ, শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে গুজরাটের আনন্দে। ত্রিপুরা খেলছে মণিপুরের বিরুদ্ধে। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার অধিনায়ক প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ওপেনার তথা উইকেট রক্ষক দ্বীপজয় দেব-এর দুর্দান্ত শতরানের সুবাদে ত্রিপুরা দল ৫০.২ ওভার খেলে ২৫৪ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রাহুল সূত্রধরের ৩৫ রান, অর্কজিৎ পালের ৩২ রান এবং অধিনায়ক অর্কজিৎ রায়ের ৩০ রান উল্লেখ করার মতো। মনিপুরের পুনসিবা মাংগাঙ ৬৫ রানে একাই পাঁচটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া রিঙ্কু কাঙ্গুজাম পেয়েছে তিনটি উইকেট। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মনিপুরের ব্যাটার্সরা শুরু থেকেই ত্রিপুরা দলের বোলারদের শিকার হতে থাকে।

অবশেষে ৩১.১ ওভার খেলে ৮৯ রানে তারা ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। অর্কজিতের এক ওভারে মণিপুরের চার উইকেটের পতন ঘটে যায়। একটি বলের জন্য তার হ্যাটট্রিক হাতছাড়া হয়। তবে অর্কজিৎ ১৭ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট দখল করে (৮-৩-১৭-৬) বেশ সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, রাহুল সূত্রধর দুটি এবং রোহন বিশ্বাস একটি উইকেট পেয়েছে। ১৬৫ রানে লিড নিয়ে ত্রিপুরা দল ফের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে তিন ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ত্রিপুরার ওপেনিং জুটি দ্বীপজয় ও শঙ্খনীল সেনগুপ্ত দলের জন্য ৭ রান সংগ্রহ করে। এক কথায় ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে ১৭২ রানে এগিয়ে রয়েছে।

এদিকে, গ্রুপ লিগের অন্য খেলায় সিকিমের ২৯৯ রানের জবাবে অরুনাচল প্রদেশ দিনের শেষে বিনা উইকেটে ১৪ রান সংগ্রহ করেছে। পন্ডিচেরীর প্রথম ইনিংসের ২৩৪ রানের জবাবে মিজোরাম দিনের শেষে তিন উইকেটে ৩৬ রান সংগ্রহ করেছে।

রাজনগরে ব্লকভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, রাজনগর। গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে থাকা ক্রীড়া প্রতিভাগুলিকে তুলে আনার লক্ষ্যে গোমতী জেলা নেহেরু নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং জাতীয় যুব সংস্থার ব্যবসাপনায় শুক্রবার দক্ষিন জেলার রাজনগর ব্লকের রাজনগর কলোনি দ্বাদশ স্কুল মাঠে ব্লক ভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ভলিবল, দৌড়, মেয়েদের দড়ি টানাটানি সহ ৫ টি ইভেন্টে ব্লক এলাকার ৬ টি স্কুলের ২৭০ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগীনি অংশ গ্রহন করে।ইভেন্টগুলিতে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয় এবং তারা জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবেন বলে জানান জাতীয় যুব সংসার কোষাধ্যক্ষ লিটন দাস।

বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি বিলোনিয়া। বিলোনিয়া ক্রিকেটে এসোসিয়েশন ২০২৩-২৪ বর্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী হলে। শুক্রবার দুপুরে উদ্বোধক এর হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানে সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা সারা রাজ্যের সাথে বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে যে ভাবে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট গুলো পরিচালনা করছে তার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি ক্রিকেট খেলাকে আরো উন্নত করা ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের কে উৎসাহিত করার কথা বলেন।আলোচনা শেষে উপসিত অতিথিরা বিলোনীয়া মহকুমা পি এম শ্রী আমজাদ নগর হাইস্কুলে, বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,,ওরিয়েন্টাল ক্লাব, বড়পাথরী ও সোনাপুর হাইস্কুল সহ অন্যান্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা যারা ক্রিকেট খেলা অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে বিজয়ীদের হাতে চেক তুলে দেন।২০২২-২৩ বিলোনীয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত স্কুল ক্রিকেট মিট যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুল ও আর্যকলোনী এইচএস স্কুল কে ১০ হাজার টাকার চেক তুলে দেয়া হয়, অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট মিটে চ্যাম্পিয়ন আমজাদ নগর হাই স্কুল ২০ হাজার টাকা ও রানার্স আপ বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচ এস স্কুলকে ১৫ হাজার টাকা চেক তুলে দেওয়া হয়,অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন টিম বিলোনিয়া গভমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুল ২০ হাজার টাকা চেক রানার্স আপ আমজাদ নগর হাই স্কুল কে ১৫ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ওরিয়েন্টাল ক্লাবকে ২০ হাজার টাকা ও রানার্স আপ স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাব জয়পুরকে ১৫০০০ টাকা তুলে দেওয়া হয়। বেস্ট আম্পায়ার সৈকত পাল বেষ্ট স্কোরার সৈকত সাহা ট্রফি দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।

এছাড়া অনূর্ধ ১৩ বালক ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন আমজাদ নগর হাই স্কুল রানার্স আপ বিদ্যাপীঠ এইচএস স্কুল, অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন আমজাদ নগর হাই স্কুল,রানার আপ বিদ্যাপীঠ এইচএস স্কুল,অনূর্ধ ১৪ বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ান সোনাপুর এইচএসস্কুল,রানার্স আপ বিদ্যাপীঠ এইচএসস্কুল,সিনিয়র ওমেন টি টুয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান বড়পাথরী এইচএসস্কুল, রানার্স আপ সোনাপুর এইচএসস্কুল, সিনিয়র টি টুয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ান ওরিয়েন্টাল ক্লাব, রানার্স আপ সাউথ বিলোনীয়া প্লে সেন্টার, সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান ওরিয়েন্টাল ক্লাব, রানার্স আপ সাউথ বিলোনীয়া প্লে সেন্টার, এদের হাতে চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের উপস্থিত। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতি সম্পাদক তপন লোধ, সুব্রত দে,দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা, বিলোনীয়া পুরপরিষদের কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী, বিলোনীয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : বিহারকে চাপে রেখে সমৃদ্ধ স্কোরের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ব্যাটার্সরা বেশ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। তবে ব্যাটে তেমন রান সংগ্রহ করতে পারেনি। দিনভর খেলেছে ঠিকই। এমনকি সারাদিনে ৯২ ওভার ব্যাট করা সম্ভব হয়েছে। তবে দিনভর খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা দলের ক্রিকেটাররা ১৯০ রান সংগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে রানের পরিমাণটা আরও বেশি হলে বিষয়টা যথার্থ হতো বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। খেলা হচ্ছে বিসিসিআই আয়োজিত বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি পুরুষদের অনূর্ধ ১৬ ৩ দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরা সহ আরও পাঁচ দলীয় গ্রুপের খেলা হচ্ছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও কটকে। আজ, শুক্রবার থেকে সারা দেশ জুড়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। কটকের এম.জি.এম স্কুল অফ স্পোর্টস গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা খেলছে বিহারের বিরুদ্ধে। সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ত্রিপুরার অধিনায়ক প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। দিনভর ৯২ ওভার খেলে ত্রিপুরা ৯ উইকেট হারিয়ে ১৯০ রান সংগ্রহ করে। কিষাণ সরকার এবং শুভদীপ পাল দুজনেই ব্যক্তিগত ১৪ করে রান সংগ্রহ করে উইকেটে রয়েছে, নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায়। এদিকে সন্দীপন দাসের যথেষ্ট আফসোস মাত্র দুই রানের জন্য অর্ধশত রানটি পূরণ হয়নি। ১৪৫ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সন্দীপন ৪৮ রানে কট আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফেরে। এছাড়া, প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর ২৬ রান এবং উইকেট রক্ষক অধি দেবনাথের ১৯ এবং পৃথ্বীরাজ গোপের ১৯ রান উল্লেখ করার মতো। বিহারের আরিয়ান প্যাটেল এবং অনিমেষ রাজ দুজনেই তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। সত্যম রাজ দুটি এবং অভিজিৎ সিং একটি উইকেট পেয়েছে। প্রত্যাশা রয়েছে আগামীকাল ২০০-এর উপরে রান সংগ্রহ করে ইনিংস শেষ করবে এবং প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করবে বোলারদের উপর কনফিডেন্স তৈরি করে। এদিকে, গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় সিকিমের সংগৃহীত প্রথম ইনিংসে ৯৬ রানের জবাবে নাগাল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করে ১৬৬ রানে। অর্থাৎ নাগাল্যান্ড ৭০ রানের লিড পায়। অপর খেলায় অরুণাচল প্রদেশের সংগৃহীত প্রথম ইনিংসের ১০৭ রানের জবাবে মিজোরাম দিনের খেলা শেষে ৭ উইকেটে ১৯১ রান সংগ্রহ করেছে। অর্থাৎ মিজোরাম ৮৪ রানে লিড নিয়ে খেলছে।

পেনাল্টি নষ্ট, খলনায়ক এমবাপে

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার পর প্রথম বার হারের মুখ দেখতে হল রুবেন আমোরিমকে। বুধবার রাতে তাঁর দল ০-২ গোলে হেরেছে আর্সেনালের বিরুদ্ধে। এ দিকে, শীর্ষে থাকা লিভারপুল শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে ড্র করেছে নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে। বার্সেলোনার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হারাল রিয়াল মাদ্রিদ। তারা হেরে গিয়েছে অ্যাথলেটিক ক্লাবের কাছে। পেনাল্টি নষ্ট করে খলনায়ক কিলিয়ান এমবাপে।

চলতি মরসুমে সেট-পিস থেকে প্রচুর গোল করছে আর্সেনাল। সেই ধারা দেখা গেল ম্যান ইউ ম্যাচেও। ডেক্লান রাইসের কর্নার থেকে হেড করে ন'মিনিটে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন জারিয়েন টিম্বার। দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে, বুকায়ো সাকার কর্নার থেকে টমাস পার্তের হেড শেষ মুহূর্তে উইলিয়াম সালিবার কোমরে লেগে গোলে ঢুকে যায়।

হেরে আমোরিম বলেছেন, "সেট-পিস খেলাটাকে শেষ করে দিল। আমাদের গোলকিপারের সামনে ওরা প্রচুর খেলোয়াড় জড়ো করেছিল। ফলে বল বার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।" আর্সেনালের কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, "আমরা সেট-পিস থেকে দুটো গোল করেছি ঠিকই। তবে আরও অনেক গোল করা উচিত ছিল।" নিউক্যাসলের বিরুদ্ধে লিভারপুল দু'বার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরায়। আলেকজান্ডার ইসাক নিউক্যাসলকে এগিয়ে দিলে সমতা ফেরান কার্টিস জোন্স। নিউক্যাসলকে দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে দেন অ্যান্টনি গর্ডন। এর পর জোড়া গোল করেন মহম্মদ সালাহ। তবে শেষ দিকে গোলকিপার কাওমিন কেলেহারের ভুলে গোল করেন ফ্যাবিয়ান স্কার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুলের বিরুদ্ধে পেনাল্টি নষ্ট করেছিলেন এমবাপে। অ্যাথলেটিকের বিরুদ্ধে আবার সেই জিনিস দেখা গেল। অ্যাথলেটিকের গোলকিপার জুলেন আগিরেজাবালা শট বাঁচান। একই দিকে বার বার শট নিতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন এমবাপে। তবু ভুল থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন না। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আলেজান্দ্রো বেরেনগুয়ের অ্যাথলেটিককে এগিয়ে দিলেও সমতা ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। তবে এমবাপের পেনাল্টি নষ্টের পরেই গোল করে অ্যাথলেটিককে জেতান গোর্কা গুরুজেতা।

জাতীয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে ত্রিপুরা কাল পন্ডিচেরির মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা দল বিরতিতে ছিল। মহিলাদের সিনিয়র এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ই গ্রুপের অন্য ছয়টি দলের তিনটি ম্যাচ কিন্তু আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ৮ ডিসেম্বর (রবিবার) ত্রিপুরা দল যে পন্ডিচেরির বিরুদ্ধে খেলবে, তারা আজ, দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় জয়ে ফিরেছে। হারিয়েছে মেঘালয়কে ১০৯ রানের ব্যবধানে। কর্ণাটক কিন্তু জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে। প্রথম ম্যাচ মেঘালয়কে ৮ উইকেটে হারানোর পর আজ, শুক্রবার দ্বিতীয় ম্যাচে চন্ডিগড় কে সাত উইকেটে পরাজিত করেছে। রাজস্থান আজ তাদের প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ২৫ রানের ব্যবধানে বাংলাকে হারিয়ে। উল্লেখ্য, পন্ডিচেরি নির্ধারিত ৫০ ওভারে ছয় উইকেটে ২৪৩ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মেঘালয় আট উইকেট হারিয়ে ১৩৪ সংগ্রহ করতেই সীমিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যায়।

অপর খেলায় চন্ডিগড় ৪০.২ ওভারে ১০৪ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে কর্ণাটক ২৩ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সেওয়াগ স্কুল গ্রাউন্ডে রাজস্থান ১৪৯ রানে ইনিংস শেষ করলে, জবাবে বাংলার ইনিংস শেষ হয় ১২৪ রানে।

আগামী ৮ ডিসেম্বর ত্রিপুরা পন্ডিচেরির ম্যাচ ছাড়াও কর্নাটক খেলবে রাজস্থানের বিরুদ্ধে এবং অপর ম্যাচে চন্ডিগড় ও মেঘালয় পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলে একাধিক বদলের সম্ভাবনা

বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে শুক্রবার, ৬ ডিসেম্বর। অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে মুখোমুখি হবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। প্রথম টেস্টে খেলেননি রোহিত শর্মা এবং শুভমন গিল। তাঁরা দু'জনেই দ্বিতীয় টেস্ট খেলবেন। এই ম্যাচ থেকে আবার অধিনায়ক হিসাবে দেখা যাবে রোহিতকে। স্বাভাবিক ভাবেই পার্থে যে প্রথম একাদশ নিয়ে ভারত খেলেছিল, তাতে পরিবর্তন হবে। অ্যাডিলেডে ভারতীয় দলের দু'দিন অনুশীলন দেখে কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছে, কোন ১১জন খেলবেন গোলাপি বলের টেস্ট।

মঙ্গলবার ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন কোচ গৌতম গম্ভীর। ব্যক্তিগত প্রয়োজন সেরে গম্ভীর অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার পর অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়েছে রোহিতদের। সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী তিনি নেটে পাঠাচ্ছেন ক্রিকেটারদের। দেখে নেওয়া যাক অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কেমন হতে পারে ভারতের প্রথম একাদশ।

পার্থে সফল ওপেনিং জুটি সম্ভবত অ্যাডিলেডে ভাঙবে না ভারত। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলই শুরু করবেন ভারতের ইনিংস। দলের স্বার্থে ব্যাটিং অর্ডারের নীচে নেমে যাবেন অধিনায়ক রোহিত। তিন নম্বরে নামবেন শুভমন। চোটের জন্য প্রথম টেস্ট খেলতে পারেননি। চোট সারিয়ে নিয়মিত অনুশীলন করছেন শুভমন। তাঁকে নিজের চেনা জায়গাতেই দেখা যাবে। শুভমন প্রথম একাদশে আসবেন প্রথম টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাট করা দেবদত্ত পাড়িক্কলের জায়গায়।

ভারতের ব্যাটিং অর্ডারের চার নম্বরের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। নিজের জায়গায় খেলবেন বিরাট কোহলি। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে দেখা যেতে পারে রোহিতকে। রাহুলকে ওপেনিংয়ের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দলের মিডল অর্ডারকে শক্তিশালী করবেন অধিনায়ক। তাঁর পর ছ'নম্বরে ব্যাট করতে আসবেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। রোহিত দলে আসায় পার্থ টেস্টের মতো পাঁচ নম্বরে খেলা হবে না পন্থের। তিনি ছ'নম্বরে থাকবেন। প্রথম টেস্টে ব্যাটিং অর্ডারের এই জায়গায় খেলেছিলেন ধ্রুব জুরেল।

ব্যাটিং অর্ডারের সাত এবং আট নম্বরে দেখা যেতে পারে দুই অলরাউন্ডারকে। খেলার সম্ভাবনা বেশি নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং ওয়াশিংটন সুন্দরের। এই ম্যাচেও সম্ভবত সাজঘরেই থাকতে হবে রবীন্দ্র জাডেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। পন্থের পর ব্যাট করতে আসবেন নীতীশ এবং আট নম্বরে নামবেন ওয়াশিংটন।

ব্যাটিং অর্ডারের শেষ তিনটি জায়গা জোরে বোলারদের। এই জায়গায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজের খেলা নিশ্চিত। পার্থে অভিষেক টেস্টে ভাল বল করেছেন হর্ষিত রানা। কোচ গম্ভীরের আস্থা রয়েছে তাঁর উপর। হর্ষিত ব্যাট করবেন ন'নম্বরে। তাঁর পর নামবেন বুমরা। আর ব্যাটিং অর্ডারের শেষ জায়গাটি সিরাজের।

ম্যাচের আগের দিন অ্যাডিলেডের ২২ গজ দেখে ওপেনিং জুটি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন গম্ভীর। সে ক্ষেত্রে রোহিত এবং রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন হবে। রোহিত আসবেন শুরুতে। রাহুল নামবেন পাঁচ নম্বরে। যদিও আপাত ভাবে সেই সম্ভাবনা কম বলেই মনে হচ্ছে।

অ্যাডিলেডে ভারতের সম্ভাব্য একাদশ: যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), ঋষভ পন্থ (উইকেটরক্ষক), নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, হর্ষিত রানা, যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ।

বদলি খুঁজতে নিরুত্তাপ বিসিসিআই

হাতে মাত্র মাসখানেক সময়। তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে খুঁজে নিতে হবে জয় শাহের উত্তরসূরি। কিন্তু নতুন সচিব কে হবেন, তা নিয়ে বিসিসিআই-এর মধ্যে তেমন তাপ-উত্তাপ নেই। এর একটি কারণ, যিনিই নতুন সচিব হোন, তিনি ক্ষমতায় থাকবেন মাত্র ন'মাস।

গত ১ ডিসেম্বর বিসিসিআই সচিব পদে ইস্তফা দিয়েছেন জয়। তাঁর পরিবর্তে কে বোর্ড সচিবের দায়িত্ব সামলাবেন, তা এখনও জানা যায়নি। বিসিসিআই সূত্রে খবর, পরবর্তী সচিব হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দু'জন ক্রিকেট কর্তা। গুজরাত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অনিল পটেল এবং অসমের ক্রিকেট কর্তা দেবজিৎ সাইকিয়া। দেবজিৎ এখন বিসিসিআইয়ের যুগ্ম সচিব পদে রয়েছেন। তিনি দৌড়ে কিছুটা হলেও এগিয়ে রয়েছেন।

বিসিসিআইয়ের এক কর্তা আনন্দবাজার অনলাইনকে জানালেন, এখনও পর্যন্ত বোর্ডের অন্দরে নতুন সচিব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। জানুয়ারির মাঝামাঝি যিনিই সচিবের দায়িত্বে আসবেন, তিনি ন'মাসের বেশি দায়িত্বে থাকবেন না। কারণ বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছরের সেপ্টেম্বরে। তার পর আবার নির্বাচন হবে। সম্ভবত এ কারণে কেউ তেমন আগ্রহী হচ্ছেন না। তবে ন'মাসের জন্য যিনি সচিব হবেন, তাঁর পুনর্নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

বিসিসিআইয়ের সংবিধান অনুযায়ী, কোনও পদাধিকারী ইস্তফা দিলে তার ৪৫ দিনের মধ্যে পরিবর্ত পদাধিকারীকে নির্বাচিত করতে হয়। নির্বাচন করতে হয় বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে। বিসিসিআইয়ের সংবিধানে আরও বলা রয়েছে, বিশেষ সাধারণ সভার অন্তত চার সপ্তাহ আগে নিয়োগ করতে হবে ইলেক্টোরাল অফিসার। জয় গত ৩০ নভেম্বর ইস্তফা দিয়েছেন। সেই হিসাবে আগামী ১৪ জানুয়ারির মধ্যে দায়িত্ব নিতে হবে নতুন সচিবকে (ডিসেম্বর মাস ৩১ দিন ধরে)। অর্থাৎ, নতুন সচিব নির্বাচনের জন্য বিসিসিআইয়ের হাতে দেড় মাসেরও কম সময় রয়েছে। আগামী ১০-১১ দিনের মধ্যে নিয়োগ করতে হবে ইলেক্টোরাল অফিসারকেও। বোর্ডের একটি অংশ মনে করছে, এত দিনে সচিব নির্বাচনের কাজ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ, ২০২২ সালে বোর্ডের যে নতুন সংবিধান তৈরি হয়েছে, তাতে সচিবকেই প্রায় যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই সচিব পদে কে আসবেন, সেটা এখনও কিছুই ঠিক হয়নি। অন্য কোনও পদ খালি হলে এই গড়িমসি তবু মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু যেখানে সচিব পদের প্রশ্ন, সেখানে এই বিলম্ব অনেক বোর্ডকর্তাই মানতে পারছেন না।

নীতীশদের সমীহ বিপক্ষ স্পিনারের

ভারতীয় দলটাই মহাতারকায় ভর্তি। তাই শুধু বিরাট কোহলি বা যশপ্রীত বুমরার দিকে মনোযোগ দিলে চলবে না। নজরে রাখতে হবে গোটা দলকেই। অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে নামার আগে এমন কথাই বললেন অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার নেথান লায়ন। পার্থ টেস্টে ভারত ২৯৫ রানে জেতার পর নীতীশ রেড্ডি, হর্ষিত রানাদের সমীহ করছেন লায়ন। লায়নের কথায় বোঝা গিয়েছে, গোলাপি বলে খেলতে নামার আগে তাঁরা চাপে। ভারতের যে কেউ যে কোনও দিন নায়ক হতে পারেন এমন ভাবনা ঢুকে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দলের মধ্যে।

লায়ন বলেছেন, "ভারতীয় দলের দিকে তাকালে দেখবেন মহাতারকায় ভর্তি। ক্রিকেট দলগত খেলা। তাই গোটা দলকেই ভাল খেলতে হয়। ভারতের হাতে বুমরা, কোহলির মতো অসাধারণ ক্রিকেটার রয়েছে ঠিকই। তবে শুধু ওদের দিকে তাকালে হবে না। গোটা দলটাই অসামান্য প্রতিভাবান। দারুণ ক্রিকেট খেলছে ভারত। নিশ্চিত ভাবেই আমরা স্রেফ একজনের জন্য কৌশল তৈরি করছি না।"

ভুল স্বীকার করলেন দ্রাবিড়

শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্ট খেলতে নামছে ভারত। গত বারের সফরে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬ রানে অল আউট লজ্জা মাথায় নিয়েই খেলতে নামবে তারা। তবে এই মাঠেই ভারত স্মরণীয় জয় পেয়েছিল ২০০৩ সালে। রাহুল দ্রাবিড়ের দ্বিশতরানে স্টিভ ওয়ের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছিল তারা। সেই টেস্টের একটি ঘটনার জন্য ২১ বছর পর ক্ষমা চাইলেন দ্রাবিড়। সেই ম্যাচে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে অনিচ্ছাকৃত ভাবে রান আউট করানোর জন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি।

ওই টেস্টে প্রথম ইনিংসে রিকি পন্টিংয়ের ২৪২ রানের সৌজন্যে ৫৫৬ রান তুলেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারত এক সময় ৮৫/৪ হয়ে গিয়েও দ্রাবিড়ের ২৩৩ রানে পাল্টা লড়াই চালিয়েছিল। জিতেওছিল সেই ম্যাচ।

সেই ম্যাচে দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউট হন সৌরভ। এত দিন পর দ্রাবিড় বলেছেন, "সৌরভ ফেরার পর ভাবছিলাম, আমি অধিনায়ককেই আউট করে দিলাম। এ বার তো আমাকে কিছু একটা করে দেখাতেই হবে। সত্যিই সে দিন সৌরভ আউট হয়েছিল আমার ভুলে। এত দিন পরেও আমার স্বীকার করতে সমস্যা নেই, আমার দোষেই সাজঘরে ফিরেছিল সৌরভ।"

সেই ম্যাচে দ্রাবিড় এবং ভিভিএস লক্ষ্মণ প্রথম ইনিংসে ৩০৩ রানের জুটি গড়েছিল, যার উপর ভর করে পাল্টা লড়াই করেছিল ভারত। জুটির সম্পর্কে দ্রাবিড় বলেছেন, "লক্ষ্মণ এবং আমি বহু বার একসঙ্গে ব্যাট করেছি। বড় কিছু জুটিও রয়েছে। ২০০১ সালে কলকাতায় বড় জুটি ছিল। তার পর দলীপে দক্ষিণাঞ্চলের হয়েও বড় জুটি রয়েছে। তাই আমরা জানতাম কী ভাবে জুটি গড়ে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"

আফগান মহিলাদের শিক্ষার পক্ষে সওয়াল রশিদের স্বাস্থ্য-শিক্ষার দরজা খোলার আবেদন অলরাউন্ডারের

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার মহিলাদের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। নিষিদ্ধ করা হয়েছে মহিলাদের ডাক্তারি পড়া। এই সিদ্ধান্তে উদ্বিগ্ন রশিদ খান। বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার কার্যত তালিবান নীতির বিরোধিতা করেছেন।

শিক্ষা এবং চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির দরজা মহিলাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তানের সরকার। বেশ কিছু নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা আর মহিলাদের ক্লাস করতে দেবেন না। এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে চিকিৎসাকর্মী সঙ্কটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সমাজমাধ্যমে নিজের হতাশা প্রকাশ করেছেন আফগানিস্তানের সাদা বলের ক্রিকেট অধিনায়ক। তিনি পড়াশোনার গুরুত্ব বোঝানো চেষ্টা করেছেন ভক্তদের।

রশিদ লিখেছেন, "শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামে। আফগানিস্তানের বোন এবং মায়েদের জন্য আফগানিস্তানের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি হতাশ। এই সিদ্ধান্ত শুধু তাঁদের নয়, আমাদের সমাজের বৃহত্তর কাঠামোকেও গভীর ভাবে প্রভাবিত করবে। সামাজমাধ্যমে তাঁদের যে দুঃখ প্রকাশিত হচ্ছে, তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।"

রশিদ আরও লিখেছেন, "আফগানিস্তান আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি। আমাদের দেশ একটা জটিল সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে চিকিৎসা ক্ষেত্রে পেশাদারদের বিশেষ প্রয়োজন। মহিলা চিকিৎসক এবং নার্সের ঘাটতি বিশেষ উদ্বেগের। এই ঘাটতি সরাসরি মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সম্মানের সঙ্গে জড়িত। আমাদের মা, বোনেদের জন্য চিকিৎসা পেশাদারদের অত্যন্ত প্রয়োজন। মহিলারাই মহিলাদের সমস্যা সবচেয়ে ভাল বোঝেন। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। যাতে আফগান মেয়েরা তাদের শিক্ষার অধিকার ফিরে পায় এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। সকলকে শিক্ষা প্রদান শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়। আমাদের বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের গভীরে নিহিত একটি নৈতিক কর্তব্যও।"

রশিদ মুখ খোলায় বহু আফগান মহিলা তাঁর প্রশংসা করেছেন। প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখার অনুরোধ করেছেন তাঁরাও। এ ব্যাপারে তালিবান প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

নয়াদিল্লিতে অষ্টলক্ষ্মী মহোৎসবে ত্রিপুরার স্টল পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

চার দফা দাবিতে ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: চার দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

এদিন সংগঠনের এক কর্মী বলেন, গত ২৫ আগস্ট রানিরবাজার থানাধীন কৈতরাবাড়ি এলাকার স্থানীয়রা দীর্ঘ ৩৫ বছরের পুরনো মন্দিরে কালী মূর্তি ভাঙ্গার জেরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংর্ঘষ শুরু হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দুষ্কৃতীরা সংখ্যালঘুদের বাড়িঘরে হামলা চালায়। ওই আক্রমনে একাধিক বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। কিন্তু দু:খের বিষয় চার মাস অতিক্রান্ত হলেও ক্ষতিগ্রস্তরা অস্থায়ী শিবিরে বসবাস করছেন। এখন পর্য্যন্ত সরকারের তরফ থেকে শুধু ১২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। ১২ হাজার টাকার নতুন করে ঘরবাড়ি করা সম্ভব নয়। তাই আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন করা হয়েছে।

তাদের দাবি, অতিসত্বর ক্ষতিগ্রস্তদের ১০ লক্ষ টাকা প্রদান, সরকারের তরফ থেকে নতুন ঘর নির্মাণ করা সহ চার দফা দাবি জানানো হয়েছে।

সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান সহ রাধানগর ও কাঁটাখালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সদর মহকুমা শাসকের উদ্দ্যেশে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কমিটির এক নেতা বলেন, কিছু দিন আগে ত্রিপুরা ভয়াবহ বন্যায় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ি, কৃষি জমির ক্ষতি হয়েছে। ওই সময় ইন্দ্রনগর থেকপ বিটাবন এলাকা পর্য্যন্ত কাটাখালে বন্যার ফলে মানুষের ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ওইসব এলাকার জনগণ আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বন্যায় ক্ষতির পরিমাণে এখনো পর্য্যন্ত তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি। তারপর ও যতটুকু আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তাতেও দ্বিচারিতা হয়েছে। ফলে, ক্ষতিগ্রস্তের একটা বড় অংশ সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। সিপিআইএমের তরফ থেকে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করা হয়েছে।

মোহনপুর মহাবিদ্যালয়ে নবীন বরণ উৎসবের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: শুক্রবার মোহনপুর স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে নবীন বরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নবীন বরণ উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। মোহনপুর স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে নবীন ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন ও স্বাগত জানান বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। স্কুল জীবন শেষ করে ছাত্রছাত্রীরা কলেজের বৃহত্তর বর্ণময় জীবনে পদার্পণ করেছে, তাই নি:সন্দেহে এই ক্ষণ যেমন আনন্দের তেমনি দায়বদ্ধতার।মহাবিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পড়ুয়াদের প্রতি আহ্বান থাকবে বর্তমান সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার মতো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও যেসব যুগান্তকারী সংস্কার ও অভিনব প্রকল্পের সূচনা করেছে, সেগুলোর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে নিজেদের জীবন ও সাথে সাথে রাজ্যের ভবিষ্যৎকে আরও আলোকিত ও সম্ভাবনাময় করে তুলতে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা , বিধায়ক নয়ন সরকার , পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১১০তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা সরকারের তফশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর উদ্যোগে অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১১০তম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হবে আগামী ১ জানুয়ারি। নলছড় দশমী ঘাটে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অনুষ্ঠান।

এই নিয়ে আগরতলা পুরনিগম কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয় শুক্রবার। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিনের প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, আগামী পয়লা জানুয়ারি ২০২৫ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার হাত ধরে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হবে। তিন দিন ব্যাপী অর্থাৎ ৩রা জানুয়ারি পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত অদ্বৈত মল্লবর্মনের ১১০ তম জন্মজয়ন্তী সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করার জন্যই শুক্রবার পুর নিগমের কনফারেন্স হলে এই বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।

বৈঠকে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক সহ পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকে তিন দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস।।

ছাত্রছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতে বিজ্ঞানমেলার গুরুত্ব অপরিসীম: মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: ছাত্রছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করতে বিজ্ঞান মেলার গুরুত্ব অপরিসীম। ছাত্রছাত্রীদের তৈরী করা বিভিন্ন মডেল ভবিষ্যতে দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতিতে কাজে লাগতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব নিতে হবে।

আজ আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ দিনব্যাপী পশ্চিম জেলাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে আগরতলা পুর পরিষদের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার একথা বলেন। জেলাভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী উপলক্ষে বিজ্ঞান বিষয়ক এক সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, গোটা দেশ জুড়ে শিক্ষা পরিকাঠামো নতুন রূপ নিয়েছে। রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের এখন বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিকশিত ভারত তৈরী করার ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাপতি বলাই গোস্বামী বলেন, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞানকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা প্রস্ফুটিত হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ৩৪নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিস্ট্রিক্ট প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রূপম রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষক রাজেশ দেববর্মা। জেলাস্তরীয় বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর এবছরের মূল ভাবনা 'সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ফর সাসটেনেবল ফিউচার'। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে ৩৮টি মডেল প্রদর্শিত হয়েছে। আগামীকাল এই মেলার সমাপ্তি হবে।

চুরি রুখতে কঠোর পদক্ষেপ বিদ্যুৎ নিগমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করতে এখন কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে। বারবার আবেদন এবং জরিমানা সত্ত্বেও কিছু মানুষ হুক লাইন ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চুরি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বৈধ গ্রাহকদের উপর অতিরিক্ত ট্যারিফের বোঝা পড়ছে এবং হুক লাইনের কারণে মানুষের জীবনহানি, অগ্নিকাণ্ড বা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ চুরি এবং বিল পরিশোধ না করার কারণে বিদ্যুৎ নিগম আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, যা বৈধ গ্রাহকদের জন্য বেশি ট্যারিফের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিছু অঞ্চলে হুক লাইনের কারণে ইতিমধ্যে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এখনও বিদ্যুৎ চুরি চলছে।

ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের ভিজিল্যান্স টিম প্রতিদিন অভিযান চালিয়ে জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা সহ ফাইন আদায় করছে। যেহেতু বিদ্যুৎ চুরি বৈধ গ্রাহকদের ক্ষতি করছে, তাই বিদ্যুৎ নিগম সকল সচেতন নাগরিকদের অনুরোধ জানিয়েছে, যদি কোথাও হুক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি কোনো গ্রাহক লক্ষ করে থাকেন, তবে যেন ছবি সহ স্থান ও ঠিকানা পাঠিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯৮৬৩৫৯৬০৮১-এ পাঠিয়ে দেন। প্রেরকের পরিচয় গোপন রাখা হবে এবং ভিজিল্যান্স টিম যথাযথ ব্যবস্থা নেবে বলেও জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎ পরিষেবা সঠিকভাবে বজায় রাখতে এবং নিরাপদে রাখতে বিদ্যুৎ নিগম সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করছে। হুক লাইন বিরোধী এই পদক্ষেপটি জীবন রক্ষা করতে, এলাকা সুরক্ষিত রাখতে এবং সকল গ্রাহকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

ব্রাউন সুগার সহ বিশ্রামগঞ্জে গ্রেপ্তার ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাজারে অভিযান চালিয়ে ৫ নেশা কারবারিকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ। সাথে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে ওসি সুবিমল দেবনাথ জানিয়েছেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্রামগঞ্জ বাজারে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে ৫ জন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে ৪০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ১২৫টি ব্রাউন সুগারের কন্টেইনার, ১৭ টি মোবাইল ও নগদ ২৫০০০ টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশ্রামগঞ্জ থানায় এনডিপিএস ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তরা হলেন, অনুরূপম দত্ত, জামাল হোসেন, রাম দত্ত, জয়ন্ত ঘোষ সহ রাহুল সাহা। প্রত্যেক অভিযুক্তদের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন এলাকায়।

বিধায়ক কল্পনা সোরেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঝাড়খণ্ডবাসীদের

রাঁচি, ৬ ডিসেম্বর (হি.স.): শুক্রবার ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তের বাসিন্দারা সাক্ষাৎ করলেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের-পত্নী তথা বিধায়ক কল্পনা সোরেনের সঙ্গে। জানা গেছে, এদিন রাঁচির কাঁকে রোডে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে গান্ডে, গিরিডি, সরাইকেলা -খারসাওয়ান-সহ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দারা বিধায়ক কল্পনা সোরেনের সাথে দেখা করতে আসেন। কল্পনা সোরেনকে তাঁরা শুভেচ্ছা জানান। আবার জনগণের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হেমন্ত-জায়া কল্পনা। ভোটে জেতানোর জন্য তাঁদের ধন্যবাদও জানান।

এইচডিএফসি ব্যাংকের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: আগরতলা নেতাজি চৌমুহনী এইচডিএফসি ব্যাংকে শুক্রবার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন , ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই এইসডিএফসি ব্যাংকের তরফ থেকে এ ধরনের রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন রক্তদান মহৎ দান। সমাজে রক্তদানের চেয়ে মহৎ দান আর কোন দান হতে পারে না। রক্তদান করে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় অন্য কোন কাজে সেই তৃপ্তি আসে না। প্রত্যেককে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন পর্যটক মন্ত্রী। তিনি বলেন এখনো সমাজের অনেক মানুষের মধ্যে রক্তদান নিয়ে ভয়-ভীতি ও কুসংস্কার রয়েছে। এসবের উর্ধে ওঠে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজে অনিয়ম, পথে বসলো জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজে অনিয়ম সহ একাধিক সমস্যা নিরসনের দাবিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা রানী বাড়ি রোডেপথ অবরোধে বসলো আমজনতা। এদিকে, পথ অরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে কদমতলা রানী বাড়ি রোডে রাস্তা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তার বেহাল দশার কারণে মুমূর্ষ রোগীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়লেও অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে যাওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্রছাত্রীরা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাফেরা বন্ধ করে পড়াশোনা স্তব্ধ করে বাড়িতে বসে থাকতে হয়। রাস্তার ভগ্ন দশার কারণে যানবাহন চলাচলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন চালকদের। এবিষয়ে একাধিকবার প্রশাসনের নিকট দারস্থ হলেও কাজের কাহ কিছু হয়নি। গতকাল রাতে হঠাৎ দুই ঠিকেদার এসে রাস্তার বড় বড় গর্তে মাটি দেওয়ার কাজ করেছেন। এলাকাবাসীরা মাটি ফেলতে বাধা দেওয়াতে তারা কর্নপাত করেন নি। কারণ, এলাকাবাসীদের মতে, রাস্তার বড় বড় গর্তে মাটি ফেললে গাড়ির চাপায় আবারও একই অবস্থা হবে। এরই প্রতিবাদে আজ পথ অবরোধ সামিল হয়েছেন আমজনতা। এদিকে, পথ অরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

ক্যান্সার রোগের ৩ ওষুধের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস এবং জিএসটি কমিয়ে ৫ শতাংশ

নতুন দিল্লি, ৬ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের রাজস্ব দপ্তর ২৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে ৩০/২০২৪ নং বিজ্ঞপ্তিতে তিনটি ক্যান্সার প্রতিরোধী ওষুধের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করার কথা জানিয়েছে। এছাড়াও, এবছরের ৮ অক্টোবর তারিখে ০৫/২০২৪ নং বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এই ক্যান্সার প্রতিরোধক ওষুধের উপর জিএসটি হার ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রনাদেশ ২০১৩, (ডিপিসিও, ২০১৩) অনুযায়ী ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি) প্রযোজ্য হিসাবে কর এবং শুল্ক অন্তর্ভুক্ত। সেই অনুসারে, ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ) বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই সংস্থাগুলিকে জিএসটি হার হ্রাস এবং কাস্টম শুল্ক থেকে ছাড়ের কারণে এই ওষুধগুলির সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য কমানোর নির্দেশ দিয়েছেউ যাতে হ্রাস কৃত কর ও শুল্কের সুবিধা গ্রাহকের কাছে যায় এবং দামের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে ফর্ম II/ঝ তে নথিভুক্ত করা যায় উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওষুধ কোম্পানিগুলি এই ওষুধগুলির সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি) কমিয়ে এন.পি.পি.এ-তে সেই তথ্য লিপিবদ্ধ করবে। লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রসায়ন ও সার প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল।

অল ইন্ডিয়া এসসি, এসটি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন'রউদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর: ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া এসসি, এসটি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন আগরতলা ওএনজিসি শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার রাম প্রসাদ পাল সহ ওএনজিসি আগরতলা শাখার অ্যাসেট ম্যানেজার সহ অন্যান্যরা। ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার অল ইন্ডিয়া এসসি, এসটি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন আগরতলা ওএনজিসি শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল বলেন এই মহা মনীষীর প্রয়াণ দিবসে এ ধরনের রক্তদান শিবির সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে এক মহতি বার্তা সমাজে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।তিনি বলেন সমাজে নানা ধরনের সামাজিক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রক্তদান অন্যতম। রক্তদান করে যে তৃপ্তি লাভ করা যায় অন্য কোন কাজে সেই তৃপ্তি আসে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এদিন যারা রক্তদান করেছেন তাদের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ।

উদয়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী ও কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর।। গতকাল থেকে উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে গোমতী জেলা বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী এবং একদিনের বিজ্ঞান সেমিনা।আজ ছিলো দুই দিনের প্রদর্শনী ও সেমিনারের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীতে গোমতী জেলার মোট ৭১ টি মডেল উপস্থাপন করা হয়। গতকাল সকাল সাড়ে দশটায় উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বালবিজ্ঞান প্রদর্শনীর শুভ সূচনা করেন রাজ্যের অর্থ, সমন্বয়, পরিকল্পনা ও তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় ।উপস্থিত ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের স্থানীয় বিধায়ক অভিষেকদেব রায়, উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান তথা উদয়পুর মহকুমা শাসক ত্রিদিব কান্তি সরকার। উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর কলোনি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ইন্দিরা নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যথাক্রমে তপন সূত্রধর এবং মালতি শুক্ল দাস ।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিকাশ নাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী মিঠুন চক্রবর্তী , জেলা শিক্ষা অধিকারী অফিসের ওএসডি গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা এবং গতকাল ৭১টি বিদ্যালয়ের মডেল দেখার জন্য স্থানীয় সুধী সজ্জন মন্ডলীর ভিড় ছিল লক্ষণীয়।আজ সকাল ১১ টায় শুরু হয় জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনার যার বিষয়বস্তু ছিলো' মিলেট ফর সাসটেনেব্যাল ফিউচার এন্ড হেল'।এই বিজ্ঞান সেমিনারে গত সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দ্বিগুণ থেকে বেশী স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে খুদে বিজ্ঞানীদের এই সেমিনারের অংশগ্রহণের পেছনে গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিকাশ নাথ, ওএসডি গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস এবং উদ্যোক্তা স্কুল চন্দ্রপুর কলোনি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়। বিজ্ঞান সেমিনারের প্রথম স্থান অধিকার করে উদয়পুরের বনেদি স্কুল বলে পরিচিত ব্রিলিয়ান্ট স্টার স্কুলের অনন্যা সেন এবং ৭১ টি মডেলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে উদয়পুর ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ।আগরতলায় অনুষ্ঠিতব্য রাজ্যভিত্তিক বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং বিজ্ঞান সেমিনারি প্রথম স্থান অধিকারী উভয়ই অংশগ্রহণ করতে পারবে শুধু বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরো অতিরিক্ত চারটি স্কুল অর্থাৎ জেলা থেকে মোট পাঁচটি স্কুলের খুদে বিজ্ঞানীরা তাদের মডেল নিয়ে আগরতলায় রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে আজ সন্ধ্যায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় , কাকড়াবন-শালগড়া-কাকড়াবন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিতেন মজুমদার, গোমতি জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, উদয়পুর পুর পরিষদের পুর পিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , ইন্দিরা নগর ও চন্দ্রপুর কলোনি এই দুই পঞ্চায়েতের প্রধান যথাক্রমে তপন সূত্রধর ও মালতি শুক্ল দাস , বিলোনিয়া কলেজের দুজন অধ্যাপক এবং উদয়পুর নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যারা বিজ্ঞান সেমিনারের বিচারক ছিলেন তারাও উপস্থিত ছিলেন। গতকাল এবং আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট সকলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান সেমিনারের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন এবং গতকাল এবং আজকের মঞ্চের সভায় সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মৌসুমী সাহা ।চন্দ্রপুর কলোনি।চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী প্রত্যেকে নিজেদের স্কুলে অনুষ্ঠিত জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং সেমিনারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলেই এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে উল্লেখিত বক্তারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া দুজন বিজ্ঞান শিক্ষক যথাক্রমে কীরিট বিক্রম ইনস্টিটিউশনের বিপ্লব নিয়োগী এবং মাতাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক বিধান দেও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, গাইড টিচার, শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই ১০০ শতাংশ নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন বলেই এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান সেমিনার সফল হয়েছে বলে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।